ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 April 2019 ■ আগরতলা, ২১ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ৭ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপির তোপের মুখে নির্বাচন কমিশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** লোকসভা ভোটকে ঘিরে বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের তোপের মুখে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। কংগ্রেস ও সিপিএমের অভিযোগ স্ক্রুটিনিতে তাঁদের ডাকা হয়নি। নয়তো ভোটে ব্যাপক কারচুপি তখনই ধরা পড়ে যেত। বিজেপির কথায়, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। উল্টো, ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে ঘন ঘন ভোল বদল হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের। তাতে মনে হচ্ছে, ভোট নিয়ে শাসক-বিরোধী উভয়ের সম্মিলিত তোপের মুখে কার্য্যত দিশেহারা নির্বাচন কমিশন।

ভোট প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর স্ক্রুটিনিতে ডাকা হয়নি বিরোধীদের। শনিবার এই অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট। কংগ্রেসের দাবি, স্ক্রুটিনিতে উপস্থিত থাকার জন্য পশ্চিম আসনের রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে কোন আমন্ত্রণ পাইনি। একইভাবে বামেদের দাবি, সময়মতো তাঁদের খবর দেননি রিটার্নিং অফিসার। ফলে, তাঁরা স্ক্রুটিনিতে অংশ নিতে পারেননি। তবে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক ও পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি তাপস দে জানিয়েছেন, পশ্চিম আসনে নির্বাচনের পর স্ক্রুটিনির জন্য তাঁদের ডাকা হয়নি। ১২ ও ১৩ এপ্রিল স্ক্রুটিনি হবে তা জানা থাকলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাতে অবশ্যই অংশ নিতেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলছেন। প্রথমে তিনি নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে জানিয়েছিলেন। কিন্তু, এখন তিনি নিজের অবস্থান বদল করেছেন। ভোটে কারচুপির অভিযোগ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। শ্রীদে'র কথায়, স্ক্রুটিনিতে বিরোধীদের ডাকা হলে ভোটে কারচুপির বিষয়টি তখনই ধরা পড়ে যেত। তিনি বলেন, দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে এবিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল নালিশ জানিয়েছে।

এদিকে, একই অভিযোগ এনেছে সিপিএম। পশ্চিম আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সময় মতো স্ক্রুটিনির খবর দেওয়া হয়নি। তাই, বামফ্রন্টের তরফে কেউ স্ক্রুটিনিতে যেতে পারেননি। তাঁরও দাবি, স্ক্রুটিনিতে সময় মতো ডাকা হলে ভোট কারচুপির সমস্ত বিষয় ধরা পড়ে যেত।

কিন্তু, কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের এই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক শ্রীরাম তরনিকান্তি এবং পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার ড সন্দীপ এন মাহাত্মে। শ্রীরাম তরনিকান্তি বলেন, পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে স্ক্রুটিনির সময় উপস্থিত থাকার জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন। পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার বলেন, কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রতিনিধিরা স্ক্রুটিনিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সময় মতোই নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এমনকি তাঁরা নোটিশ পেয়েছেন তার প্রমাণও আমাদের কাছে রয়েছে। তাই, রাজনৈতিক দলগুলি যেমন খুশী দাবি করলেই তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ভোট প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি রাখা হচ্ছে না, দাবি করেন তিনি।

এদিকে, পশ্চিম আসনে ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ঘোষণা দিয়ে এখন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক ঘন ঘন বয়ান পাল্টাচ্ছেন। তাতে স্পষ্ট, তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। আক্ষেপের সুরে একথা বলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের জন্যই বিরোধীরা ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে নানা ফন্দি এঁটেছেন।

নবেন্দু বলেন, ভোট প্রক্রিয়ায় ঘন ঘন পরিস্থিতি বদল হচ্ছে। নির্বাচন নিয়ে বিরোধীরা বহু অভিযোগ তুলেছেন। নির্বাচন কমিশন তা গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। কিন্তু, থানায় ঢুকে পুলিশের সামনে এক যুবককে মারধোরের ঘটনায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে কমিশন এখনো কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সাথে তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন আক্ষেপ প্রধান বিচারপতির

**নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** যৌন হেনস্থার অভিযোগ এবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন, প্রধান বিচারপতিরই প্রাক্তন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট একজন মহিলা। শীর্ষ আদালতের ২২ জন বিচারপতির কাছে হলফনামা জমা দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন ওই মহিলা। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ সংক্রান্ত অনলাইন মিডিয়া রিপোর্টের প্রেক্ষিতে শনিবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয়েছে শুনানি। এমতাবস্থায় নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির মতে, 'বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। বিচারব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার জন্য একটি বড় ষড়যন্ত্র।' সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ জানিয়েছেন, 'বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে মর্মাহত। চারটি মিডিয়া হাউস বিস্তারিতভাবে খবরও প্রকাশিত করেছে।' প্রধান বিচারপতির মতে, বিচারব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার জন্য একটি বড় ষড়যন্ত্র।

## ভেজাল ওষুধকাণ্ড ঃ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত, দাবি বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** রাজ্যে ভেজাল ওষুধ-কাণ্ডের তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে সিবিআই। ওই ভেজাল ওষুধ-কাণ্ডের সঙ্গে রাজ্যের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন বিজেপির প্রদেশ কমিটির প্রধান মুখপাত্র ডা. অশোক সিনহা। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের পূর্বতন সরকারের জ্ঞাতসারেই বর্ধমান ফার্মা ত্রিপুরায় ভেজাল ওষুধ সরবরাহ করেছে। তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব-সহ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও এই কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত। প্রসঙ্গত, বর্ধমান ফার্মার বিরুদ্ধে ভেজাল ওষুধ সরবরাহ নিয়ে মামলায় সিবিআই তদন্ত গ্রহণ করেছে।

ডা. সিনহা বলেন, শুরু থেকেই ওষুধ সরবরাহ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার। দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে ওষুধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও অসদুপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওষুধ সরবরাহ করার কোনও লাইসেন্স ছাড়াই বর্ধমান ফার্মাকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। এমন-কি, ল্যাব টেস্টিংয়ে বর্ধমান ফার্মার ওষুধ ভেজাল প্রমাণিত হওয়া সত্বেও সেই রিপোর্ট চেপে গিয়েছিল তদানীন্তন সরকার। তিনি জানান, বর্ধমান ফার্মার ভেজাল ওষুধ খেয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র বলেন, বর্ধমান ফার্মার ভেজাল ওষুধ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলাম। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে স্থানান্তর করে। সম্প্রতি, ত্রিপুরা উচ্চ আদালত বর্ধমান ফার্মার বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব তুলে দেয়। রাজ্য সরকার মামলার তদন্ত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছিল। তিনি জানান, প্রথমে সিবিআই মামলাটি তদন্তের জন্য গ্রহণ করতে চাইছিল না। কারণ, বহু মামলার চাপ রয়েছে সিবিআই-এর উপর। তাই তারা প্রথমে মামলাটি নিতে চাইছিল না। রাজ্য সরকার তদন্তে সব রকম সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবশেষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলায় হেরোইনসহ যুবক গ্রেপ্তার, আটক গাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর এলাকা থেকে গত মধ্যরাতে হেরোইনসহ এক যুবককে আটক করা হয়েছে । তার ব্যবহৃত গাড়িটিও আটক করেছে পলিশ। আটক যুবকের নাম অমল দেববর্মা। বাড়ি কৃষ্ণনগর প্রগতি রোডে। তার বিরদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা গৃহীত হয়েছে।

রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত করার কথা ঘোষনা করলেও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশাকারবার অব্যাহত রেখেছে। রাজধানীর পশ্চিম থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মধ্যরাতে আগরতলা শহরের প্রগতি রোডে একটি গাড়ি আটক করে হেরোইন সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম অমল দেববর্মা। বাড়ি প্রগতিরোড এলাকায়। নেশা সামগ্রী নিয়ে গাড়ি চালিয়ে সে বাড়িতে যাচ্ছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে গাড়িটি আটক করে হেরোইন সহ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## লোকসঙ্গীত শিল্পী অমর পাল প্রয়াত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী অমর পালের জীবনাবসান হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। বাংলায় লোক সংগীতকে জনপ্রিয় করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অমর পাল ছিলেন অগ্রগণ্য। দীর্ঘ সঙ্গীতময় জীবনে একাধিক পুরস্কারে সম্মানীত হয়েছেন তিনি। শিল্পীকে সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানীত করেছে ভারত সরকার। পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লালন পুরস্কারও। সত্যজিও রায়ের ছবি 'হীরক রাজার দেশ'- এ তাঁর 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' গানটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। গান করার পাশাপাশি বহু বাংলা ছবিতে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

১৯২২ সালে অবিভক্ত বাংলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় (বর্তমানে বাংলাদেশে) অমর পালের জন্ম। ছোট থেকেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন তাঁর মা দুর্গাসুন্দরী পালের কাছে। স্বাধীনতার পরে কলকাতায় যান ১৯৪৮ সালে। ১৯৫১ সালে তাঁর প্রথম গান সম্প্রচারিত হয় আকাশবাণীতে। অমর পালই লোকশিল্পী যিনি গান গেয়েছেন আকাশবাণীতে।

এদিকে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বুথে গন্ডগোল ঃ উদয়পুর ও শান্তিরবাজারে গ্রেপ্তার আট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ এপ্রিল।।** বুথ দখলের ঘটনার অভিযোগ কাকড়াবন শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ১৮ নং বুথের কুশামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুল ভৌমিক এবং সঞ্জিত শীলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের আদালতে সোপর্দ করা হলে তারা জামিনে মুক্তি পায়। তাছাড়া দিলীপ ঘোষ এবং নলিনী চাকমা নামে দুজন প্রিসাইডিং অফিসারকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাদের আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। যদিও তারা গা ঢাকা দিয়েছে। বাবুল এবং সঞ্জিতকে রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাক্ট ১৯৫১ এর ১৩৫(এ) ধারা মোতাবেক গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, আরও বেশ কয়েকজন প্রিসাইডিং অফিসার এবং মাইক্রো অবজারভারের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারী করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই। এদিকে, শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা হলেন প্রিসাইডিং অফিসার রঞ্জিত দে, মাইক্রো অবজারভার গৌরব সাহা, পুলিং অফিসার শম্ভু নাথ চৌধুরী, পোলিং অফিসার শঙ্কর মজুমদার, পোলিং অফিসার সুকুমার শীল এবং ক্যামেরাম্যান অনুকূল দত্ত। তাদের বিরুদ্ধে উদয়পুরের এসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসার নোটিশ জারি করেছিল এবং সেই মোতাবেক তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, ৩৫ বিলোনীয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৫০ নং সোনারটিলা বুথে গন্ডগোলের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাঙা পলাশ। শনিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

## ধৃত পাঁচ রোহিঙ্গা যুবতী কারাগারে অভিযুক্ত পাচারকারী পুলিশি জিম্মায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** বাংলাদেশ থেকে ভারতের ত্রিপুরায় প্রবেশ করে অসমের শিলচরে যাওয়ার পথে উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানার নিয়মিত তল্লাশিতে ধৃত পাঁচ রোহিঙ্গা যুবতী-সহ এক নারী পাচারকারী যুবককে শনিবার ধর্মনগরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। শুনানি শেষে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ যুবতীকে জেলা কারাগারে পাঠিয়ে ধৃত নারী পাচারকারীকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পাচারকারী যুবককে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী এবং মানব পাচার সংক্রান্ত তথ্য জানতে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ একটি মারুতি অল্টো কারকে ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানার চেক পয়েন্টে দাঁড় করানো হয়। গাড়ির ভিতরে পাঁচ যুবতী যাত্রী দেখে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হয়। পুলিশ এগিয়ে গিয়ে তাদের পরিচয় জানতে চায়। তারা কিছু বলতে পারেনি। তখন তাদের আটক করে থানায় নিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। মানব পাচারকারী সন্দেহে আটক যুবক তাকে বিশালগড় থানা এলাকার গোকুলনগর গ্রামের বাসিন্দা জনৈক হুসেন মিয়াঁর বছর ৩৫-এর ছেলে শ্যামল মিয়াঁ বলে পরিচয় দিয়েছে। শ্যামল নাকি পুলিশকে বলেছে, সে ওই পাঁচ যুবতীকে শিলচর পৌঁছে দেবে বলে ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে তার গাড়ি দিয়েছিল।

আটক যুবতীদের আবিজা সুলতানা, জন্নত বেগম, রাকিবা সুলতানা, হালেসা বেগম এবং রাসিদা বেগম বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ২০-এর মধ্যে। পুলিশের কাছে দুর্দশার বর্ণনা করতে গিয়ে ধৃত যুবতীরা নাকি জানিয়েছে, তারা মূলত বাংলাদেশের বাসিন্দা। কাজের তাগিদে ব্রিটিশরা তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## থানায় ঢুকে চড় ঃ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আচরণ সমর্থন করে না জোটসঙ্গী আইএনপিটি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** থানায় ঢুকে যুবককে চড়। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোরের এই আচরণকে সমর্থন করে না জোটসঙ্গী আইএনপিটি। পাশাপাশি অবরোধ আন্দোলনে পুলিশের লাঠি চালানোর ঘটনায়ও আইএনপিটি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অবরোধের ঘটনা রাজ্যে নতুন নয়। কিন্তু, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শুক্রবার তুলাশিখরে আইএনপিটি-সমর্থকদের লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন আইএনপিটি-র সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা। তাঁর কথায়, ১৩ মাসেই বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে রাজ্যবাসীর। এই ভয়েই বিরোধীদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার কৌশল নিয়েছে রাজ্য সরকার। সাথে যোগ করেন, থানায় ঢুকে আইন হাতে নেওয়াও আইএনপিটি সমর্থন করে না। তবে, আবেগের বশেই হয়ত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ওই যুবককে চড় মেরেছেন, দাবি করেন তিনি। জগদীশের কথায়, যে কোনও ঘটনায় আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়। তাই, থানায় ঢুকে যুবককে চড় মারা উচিত হয়নি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। তিনি বলেন, আইএনপিটি এ-ধরনের ঘটনাকে কখনও সমর্থন করে না। সাথে যোগ করেন, হয়তো আবেগের বশে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। জগদীশের বক্তব্য, তুলাশিখরে আক্রান্ত কংগ্রেস প্রার্থী প্রজ্ঞা দেববর্মণ সম্পর্কে প্রদ্যুৎ কিশোরের বোন। তাই, হয়তো বোনের উপর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে রাগের মাথায় অভিযুক্ত যুবককে চড় মেরেছেন তিনি। তবে, ওই কাণ্ড প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি না ঘটালেও পারতেন, বলেন জগদীশ দেববর্মা।

এদিকে, অবরোধ কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জগদীশ দেববর্মা। এদিন জগদীশবাবু বলেন, ১৮ এপ্রিল ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তুলাশিখরে চন্দ্রনাথ ঠাকুর পাড়া গোলটিলায় পূর্ব আসনে কংগ্রেস প্রার্থী রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেববর্মণ আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার কিছুক্ষণ পর আইএনপিটি-র একটি গাড়িতেও আইপিএফটি-র সমর্থকরা আক্রমণ করেছিল। তাতে, আট আইএনপিটি কর্মী আহত হয়েছেন। তিনি বলেন, গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহতদের খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে গতকাল একই স্থানে চেবরি-তুলাশিখর রাস্তা অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয় আইএনপিটি। জগদীশবাবুর কথায়, শুক্রবার শান্তিপূর্ণভাবেই সকাল ছয়টা থেকে রাস্তা অবরোধে অংশ নেন আইএনপিটি সমর্থকরা। সকাল আটটা পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। তিনি বলেন, চাম্পাহাওর থানার পুলিশ অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করেছে। পাশাপাশি দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ খোয়াইয়ের এসডিপিও অবরোধস্থলে গিয়ে লাঠিচার্জের নির্দেশ দেন। অবরোধকারীদের কোনও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কৈলাসহরে বিরোধীদের ভোট না দিতে পোস্টার সেঁটে হুলিয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে উনকোটি জেলার কৈলাসহরের ডলুগাঁওয়ে বিরোধী দল সিপিএমের নেতা ও কর্মীদের ভোটে অংশ গ্রহণ না করার জন্য বাড়ির গেইট ও দোকানে পোস্টার সেঁটে হুমকি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের তীর শাসকদল বিজেপির দিকে।

শাসকদল বিজেপির পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ধাচেই পূর্ব ত্রিপুরা আসনেও ভোট পর্ব সম্পন্ন করতে চাইছে। বিরোধী দলের ভোটাররা যাতে ভোটে অংশ নিতে না পারেন সে জন্যে নানা কায়দায় ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গতরাতে কৈলাসহরের ডলুগাঁও বাজারের বিপুল সিনহার দোকানে এবং বাজারের পার্শ্ববর্তী নীলকান্ত সিনহার বাড়ির গেইটে হুমকি প্রদর্শন করে পোস্টার গেঁটেছে দুর্বৃত্তরা। নীলকান্ত সিনহা সিপিআইএম কৈলাসহর হাওর লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং ব্যবসায়ী বিপুল সিনহাও সিপিআইএম কর্মী। শনিবার সকালে বিষয়টি চাউর হতেই তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিষয়টি কৈলাসহর থানার পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে পোস্টার গুলি খুলে নিয়ে গেছে। ঘঠনা সম্পর্কে বিপুল সিনহা জানান, তার দোকানে যে পোস্টারটি গাঁটা হয়েছে তাতে লিখা রয়েছে পোলিং এজেন্ট হওয়ার চেষ্টা করলে তার দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হবে। নীলকান্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৯০ ▫ ২১ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ৭ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা

দেশ জুড়িয়া নির্বাচন পর্ব এখনও শেষ হয় নাই কিন্তু রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পালা শুরু হইয়া গিয়াছে। এবার কেন্দ্রের ক্ষমতায় বিজেপি বা নরেন্দ্র মোদি প্রত্যাবর্তন করিবে না অন্য কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠা পাইবে তাহা নিয়া জনমনে নানা বিশ্লেষণ ইতিমধ্যে শুরু হইয়া গিয়াছে। একথা ঠিক যে, নির্বাচন চলা অবস্থাতেই দেশ জুড়িয়াই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। স্বাধীনতার পর হইতে নির্বাচনগুলিতে উত্তরপ্রদেশ বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। কথায় আছে উত্তরপ্রদেশ যাহার কেন্দ্রের ক্ষমতাও তাহারই। দেশের সর্ববৃহৎ এই রাজ্য ভাঙ্গিয়া উত্তরাখন্ড হইয়াছে। তবু, উত্তরপ্রদেশের তুলনা নাই। সেই উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টিই প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়া আছে। এই দুই পার্টি সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া এক গভীর সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়াছে। যে মুলায়েমের সমালোচনা বিদ্ধ করিতেন সেই মায়াবতীর কণ্ঠে আজ মুলায়েম স্তুতি। ভোট পর্ব শেষ হইবার আগেই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সামনে আসিতেছে। সবে মাত্র দুই দফার ভোট শেষ হইয়াছে। এখন বাকী আরও পাঁচ দফা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিবেদন সামনে আসিতেছে। নাগপুর টুডে পত্রিকার এক প্রতিবেদনে দাবী করা হইয়াছে বিজেপির একটি সমীক্ষা রিপোর্ট তাহাদের হাতে আসিয়াছে। সেই রিপোর্ট মোতাবেক নরেন্দ্র মোদির প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত এবং বিরোধী জোটের ক্ষমতারোহণের সম্ভাবন বাড়িতেছে। এইসব রিপোর্ট অনুযায়ী মোদি অমিত শাহদের ঝুলিতে আসিতে পারে ১৮২টি আসন। কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে আসার সম্ভাবনা ২১৬'র বেশী। উত্তরপ্রদেশে ৬০ শতাংশ আসন এসপি ও বিএসপির দিকে যাইবে। সমীক্ষা রিপোর্ট মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের মধ্যে বিজেপি দুটি আসন পাইবে। তৃণমূল কংগ্রেস পাইবে ৩৬টি আসন। এই রিপোর্ট যদি সত্য হয় তাহা হইলে আগামী দিনে এই সংস্থার উপর নির্ভরতা বাড়িয়াই চলিবে।

এবারের লোকসভা নির্বাচন অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপাইয়া গিয়াছে। বিজেপির বা নরেন্দ্র মোদির বিশাল অগ্নিপরীক্ষা। এই বারের নির্বাচন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গোটা দেশ আজ কঠিন সমস্যায় আক্রান্ত। দেশবাসীর স্বাধীনতা গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে এইবারের নির্বাচন বড় ভূমিকা পালন করিতে পারে। একথা আজ অনেক বেশী সত্যি যে, দেশ জুড়িয়া বেকারী, দারিদ্র্যতা বাড়িয়াছে। নির্বাচনের মুখে বিভিন্ন দল প্রতিশ্রুতির বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। এইসব প্রতিশ্রুতিতে কি দেশবাসীর সত্যিই মন গলে। সুতরাং প্রতিশ্রুতিতে মজিলেই মুশকিল। বাস্তব অভিজ্ঞতার নীরিখেই ভোটারদের বিচার করিতে হইবে। এইবার কেন্দ্রে কোন দল বা জোট অধিষ্ঠিত হইবে তাহা ঝট করিয়া বলা মুশকিল। অনেক অনেক হিসাবকে উলটপালট করিয়া দিতে পারে। দেশবাসীকে মনে রাখিতে হইবে তাহাদের একটি ভোট দেশের ভাগ্য বদলাইয়া দিতে পারে। সুতরাং অতীতের সমস্ত ঘটনার বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই ভোটারদের সিদ্ধান্ত নিতে হইবে।

## অবশেষে ক্ষমা চাইলেন সাধ্বী প্রজ্ঞা

**ভোপাল, ২০ এপ্রিল(হি.স.)।।** অবশেষে নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন মালেগাঁও বিস্ফোরণের অন্যতম অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞাঊ ইতিমধ্যেই জঙ্গি হামলায় নিহত শহিদ পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারেকে নিয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞার করা মন্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা দেশজুড়ে। আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনও টুইট করে নিন্দা করে সাধ্বী প্রজ্ঞার মন্তব্যেরঊ নিন্দার ঝর ওঠে বিভিন্ন মহলেওঊ এর জেরেই ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় বিজেপিতে সদ্য যোগ দেওয়া সাধ্বী প্রজ্ঞা।

শহিদ পুলিশ অফিসার সম্পর্কে নিজের মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছেন বলে এক সাংবাদিক বৈঠকে সাধ্বী প্রজ্ঞা বলেন, 'আমার মন্তব্যে দেশের শত্রুরা লাভবান হচ্ছে। যে কারণে আমি আমার আগের মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। সেইসঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করছি। সমস্তটাই আমার ব্যক্তিগত ব্যথা।'

আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে টুইট করে তাঁরা লেখেন, 'অশোকচক্র পুরস্কার প্রাপ্ত শহিদ আইপিএস অফিসার হেমন্ত কারকারে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছেন। একজন প্রার্থী তাঁর সম্বন্ধে যে ধরনের মন্তব্য করেছেন, আমরা তার বিরোধিতা করছি। আশা করছি সমস্ত শহিদের বলিদানকে উপযুক্ত সম্মান করা হবে।' এই বিষয়ে কমিশনে অভিযোগ জানানো হলে নির্বাচন কমিশন অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভোপালের লোকসভা প্রার্থী সাধ্বী প্রজ্ঞা জানান, তাঁকে মালেগাঁও মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানোর জন্য তিনি হেমন্ত কাররারেকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে সর্বনাশ হবে এটিএস প্রধানের। এরপরই হেমন্ত কারকারের অকাল মৃত্যু হয়। আর তাঁর এই মন্তব্যের পরেই নিন্দার ঝর বয়ে যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সমগ্র দেশ জুড়ে।

## মমতার হাত শক্ত করতে ৪২-এ ৪২ করার আর্জি অভিষেকের

**নারায়নগড়, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** শনিবার মেদিনীপুর লোকসভার অন্তর্গত নারায়ণগড়ের বাখরাবাদের জগন্নাথ মন্দিরের মাঠে জনসভা করলেন তৃণমূল যুব নেতা অভিষেক বন্দোপাধ্যায় । এই লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী মানস ভুঞার সমর্থনে এই প্রচার সভা করেন তিনি ।

সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর আক্রমন ও সমালোচনায় লক্ষ্য ছিল একমাত্র বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।এদিন সভার বক্তব্যে তিনি বলেন - ঙ্র'মেদিনীপুরের মাটি মানস দা-র থেকে ভাল কেউ চেনে না, তাই আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রকৃত মানুষদের কর্মীদের রাজ্যসভায় মানায় না লোকসভায় মানায়। তাই তাকে আপনাদের আশীর্বাদ নিতে পাঠানো হয়েছে। মনে রাখবেন ২০১৪ সাল এবং ২০১৯ সালের নির্বাচনের মধ্যে একটা আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ২০১৪ সালে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস ও হার্মাদ সিপিএমের বিরুদ্ধে আপনাদের কাছে গিয়েছিলাম। এবার সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষে যত রাজনৈতিক দল আছে তারা হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয়তো নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তাকে উৎখাত করার ডাক দিয়েছে। তাই এই লড়াই সরাসরি সাম্প্রদায়িক মোদী ও বাংলার দিদির লড়াই। গুজরাট যদি ২০১৪ সালে ২৬ এ ২৬ দিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করতে পারে,তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বাংলার মাটি কেন ৪২ এ ৪২ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে পারবে না। আচ্ছে দিনের নাম করে ক্ষমতায় এসে বাংলাকে বঞ্চিত করেছে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আপনাদের টাকা এবং প্রকল্প কিছুই লাগবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের টাকায় প্রকল্প তৈরি করে কাজ করব। ধর্মের নামে যারা রাজনীতি করছে, মানুষ জানে এরা সিপিএমের পূর্বপুরুষ, হার্মাদ ছিল। ৩৪ বছরে এরা বাংলাকে শান্তিতে বাঁচতে দেয়নি। একটা উন্নয়ন পর্যন্ত করেনি, তাদের কাছে সংহতি শিখতে হবে না তৃণমূলকে। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে ধর্মের নামে বাংলাকে অশান্ত করতে চাইছে। এদের দেশপ্রেম ও জয় শ্রীরাম দুটোই মায়ের ভোগে হয়ে গিয়েছে। যে দু''টি পর্যায়ে নির্বাচন হয়েছে তাতে আমরা পাঁচ শূন্য গোল দিয়ে এগিয়ে রয়েছি। এবার বাকি রয়েছে ৩৭ এ ৩৭ লড়াই। মানুষের উন্নয়ন ও চালের জন্য টাকা চাইলে নরেন্দ্র মোদী -ছয়ের পাতায় দেখুন

# পুলিশের নিপরেক্ষতা অধোগামী তাই বাড়ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নির্ভরতা

**নারায়ণ দাস**

ভোটের প্রথম দিন, বাংলায় যে দুটি কেন্দ্রে নির্বাচন রক্তারক্তি কিছু হয়ে গেল, তাতে শান্তিতেই ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছিন। যদিও উত্তেজনা একে অপরকে দোষারোপ, দৌড়াদৌড়ি, দলীয় নেতাদের ছটফটানি ভালই দেখা গেছে। বেশ কিছু বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবিও উঠেছে। কিন্তু তা অসার ভেবে নির্বাচন কমিশন আমল দেয়নি। তবে বাংলায় ভোট, তা বিধানসভা, লোকসভা অথবা পঞ্চায়েত ও পুরভোটই হোক, যেভাবে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের রক্ত গরম হতে শুরু করে, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার কেন্দ্রের ভোটে তা দেখা যায়নি।

তা সত্ত্বেও ভোটের শুরুতেই বিরোধীদের অভিযোগ, সব স্পর্শকাতর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়নি। আর যে সব বুথে তাদের দেখা গেছে, তা শান্তিপূর্ণ বুথ তাদের দেখা গেছে, তা শান্তিপূর্ণ বুথ বলেই অতীত ভোটে বিবেচিত। সুতরাং তারা মনে করেন, যেহেতু রাজ্য পুলিশের শাসক দলের প্রতি আনুগত্যের 'পরিমাণ' বেশি, তাই শাসক দলের প্রার্থীরা বেশি আনুকূল্য পেয়েছে সেই সব বুথে, যেকানে তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিল। অতীতে রাজ্য পুলিশই সব নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করলেও, এখন তারা তা পারে না, বা তাদের কাজে আস্থা রাখা যায় না। প্রশাসনের রোষ তাদের ওপর এসে পড়ে সেই ভয়ে তারা বিচলিত। তাছাড়া এখন পুলিশ নিরপেক্ষ আচরণ যে করা যায়, তা প্রায় ভুলেই গেছে, তাই বিরোধীরা এবং সাধারণ মানুষ তাদের কাজকর্মে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। কেন্দ্রীয় ফোর্শ ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না, এমন ধারণা আজ বদ্ধমূল। তাই পঞ্চায়েত ও পুর নির্বাচনও কেন্দ্রীয় ফোর্সের তদারকিতে হতে হয় । নীচের তলায় পুলিশকে এই কারণে দোষারোপ করে লাভ নেই— কারণ তাদের পরিচালনা, দায়িত্ব সচেতনতাবোধ, নিরপেক্ষতাবোধ জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব রয়েছে তাদের ঊর্ধ্বতন পুলিশকর্তাদের ওপর। তারা (সবাই নয়) নিজেরাই যদি সেই কাজটি ঠিকমতো করতে না পারেন, তা হলে নীচে যারা তাদের শেখাবেন কী করে? গণ্ডগোলটা তো এই খানেই। একজন পুলিশের যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলা কারও বা শাসক দলের প্রতি হেলে না থাকা তাই তো তাদের শেখানো হচ্ছে না। আর শেখাবেন বা কী করে? কারণ তারাই তো হেলে বসে আছেন। অন্য সময় পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে কথা তেমন না উঠলেও ভোটের সময় ওঠে আরও বেশি

করে। কারণ নির্বাচন মানেই কো, হারা জেতার লড়াই। শাসক দল যাতে কোনওভাবেই রাজ্য পুলশের সাহায্য না পায় তা নিয়ে সর্বদা সজাগ বিরোধীরা।

তাই এখন ভোটে রাজ্যের সব বুথেই কেন্দ্রের সশস্ত্র বাহিনীর

ক্ষমতায় আসীন থাকা দলকেও একটি সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। শাসক দলই পারে, পুলিশের মধ্যে নিরপেক্ষতাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করতে। যদিও দীর্ঘদিন এইভাবে চলার ফলে পুলিশকে কীভাবে নিরপেক্ষ আচরণ করা

পুলিশকেই। তবে সেই পথ দেখানো যাতে ঠিক পথ হয়, তা দেখতে হবে। কিন্তু এই কাজটা ঠিকমতো হয় না। রাজ্য পুলিশের নিরপেক্ষতা বোধের অভাবের জন্যই কেন্দ্রীয় ফোর্সের ওপর নির্ভরতা বেশি করে বাড়ছে। তাই

যাবে না। আর তা সম্ভবও নয়। তবে পুলিশের আচরণে পরিবর্তন আনতে হবে। যদিও সে কাজটা দুরূহ। আবার সব পুলিশ ভোটে অনাচার, কারচুপি দেখে চোখ মুখ বুজে থাকে, তাও বলা যাবে না। অনেক দায়িত্বসচেতন পুলিশ

## ভোট: পশ্চিমবঙ্গ

জওয়ানদের মোতায়েনের দাবি। বিরোধীদের দাবিমতো, সব বুথেই কেন্দ্রীয় ফোর্সের মোতায়েন সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ, কিন্তু রাজ্যের লাঠিধারী পুলিশ অথবা

যায় তা শিখতে হবে। কাজটা এখন কঠিন হয়ে গেছে।

আবার কেন্দ্রীয় ফোর্সের মোতায়েন কোথায় কীভাবে হবে, তা নিয়ে বিরোধীরা নানা

রাজ্য পুলিশের নিরপেক্ষতা বোধের অভাবের জন্যই কেন্দ্রীয় ফোর্সের ওপর নির্ভরতা বেশি করে বাড়ছে। তাই রাজ্য পুলিশকে বিশ্বাস করতে পারছে না

আছে, যাদের ওপর নির্ভর করা যায়। পরের দফাগুলিতে ভোট কেন্দ্রে সংখ্যা আরও বাড়বে। পরের দফাগুলিতে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়বে। তখন

> যেকোনও নির্বাচনে এই যে রাজ্য পুলিশের ওপর নির্ভর করা যায় না বলে বিরোধীদের খোলাখুলি অভিযোগ, এটা একটা খারাপ ধারণার জন্ম দিচ্ছে। রাজ্যের পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে একদমই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, এই ধারণাটা পাল্টাতে বলে ক্ষমতায় আসীন থাকা দলকেও একটি সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। শাসক দলই পারে, পুলিশের মধ্যে নিরপেক্ষতাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করতে। যদিও দীর্ঘদিন এইভাবে চলার ফলে পুলিশকে কীভাবে নিরপেক্ষ আচরণ করা যায় তা শিখতে হবে। কাজটা এখন কঠিন হয়ে গেছে।

বন্দুকে হাতে পুলিশ যে বুতে অথবা তার সান্নিহিত স্থানে গণ্ডগোল হলে তাদের হাতে লাঠি আর বন্দুক যে বিন্দুমাত্র নড়ে না, তা বহুবার দেখা চেঘে। কোচবিহারে একটি বুথে একজন বন্দুকধারী পুলিশের অসহায়তার কথা শোনা গেল। তিনি বললেন, বন্দুকে তো গুলি লোড করে বসে আছি, অর্ডার দেবে কে?

যেকোনও নির্বাচনে এই যে রাজ্য পুলিশের ওপর নির্ভর করা যায় না বলে বিরোধীদের খোলাখুলি অভিযোগ, এটা একটা খারাপ ধারণার জন্ম দিচ্ছে। রাজ্যের পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে একদমই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, এই ধারণাটা পাল্টাতে বলে অভিযোগ আনলেও, তাদের মোতায়েনের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা রাজ্য পুলিশকেই নিতে হচ্ছে। এই কেন্দ্রীয় জওয়ানদের স্থানীয় ভাষা নিয়ে একটা বড় সমস্যা, কোন অঞ্চল শান্ত, কোন অঞ্চল অশান্ত, কোন বুথ স্পর্শকাতর, কোন বুথ নয়, কোথায় অতীতে নির্বাচনকালে গণ্ডগোল হয়েছিল কিন্তু এখন শান্ত---এইসব নিখুঁতভাবে জানা কেন্দ্রীয় ফোর্সের জওয়ানদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক যিনি আসছেন। তার পক্ষেও এই সব খুঁটিনাটি জানা কঠিন।

তাহলে উপায়? এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ফোর্সকে পথ দেখাতে হবে রাজ্য বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ , যেখানে তাদের মোতায়েন না করে, যেখানে দরকার নেই সেখানে তাদের উপস্থিত। এই যখন অবস্থা তখন বিরোধীদের খুশি করা সম্ভব না হলে, কমিশনকেই ব্যবস্থা নিতে হবে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। কেন্দ্রীয় পুলিশ পর্যবেক্ষক কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের ভোট শেষে যে রাজ্য পুলিশকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, ভাল কাজ করেছে বলে তা বিরোধীদের মনঃপুত হয়নি।

কিন্তু রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা তো রাখতেই হবে। শুধঊ কেন্দ্রীয় ফোর্স দিয়ে নির্বাচনের কাজ করা কেন্দ্রীয় ফোর্স এবং রাজ্য পুলিশকে শান্তিপূর্ণ অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করার ক্ষেত্রে আরও দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির ভোট নির্বিঘে হওয়া নিয়ে আরও বড় চ্যালেঞ্জ নিরাপত্তাকর্মীদের।

কেন্দ্রীয় ফোর্সের ব্যবহার নিয়ে যেমন সন্তুষ্ট হতে পারছেন না বিরোধীরা, তেমনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের (সিইও) কার্যকলালেও তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাচ্ছেন না। তার প্রতিবাদে বিজেপির এখ প্রতিনিধি দল সম্প্রতি সিইও-র সঙ্গে দেখা করে। সিইও-র জবাবে তারা খুশি হতে না পেরে প্রতিবাদস্বরূপ তার অফিস কক্ষেই ধরনায় বসে পড়েন। নেতৃত্বে দলের একজন বর্ষীয়ান নেতা, যিনি তৃণমূল ছেড়ে একন এই দলে। এই ধরনের প্রতিবাদ এর আগে কখনও হয়নি। যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং গর্হিত। সিইও-র বক্তব্যে খুশি হতেই হবে, এখন কোনও কথা নেই, কিন্তু তাই বলে তার ঘরে বসে পড়ে অবস্থান বিক্ষোভ, রাজৈনতিক সুলভ আচরণ নয়।

শুধু বিজেপি নয়, অন্যান্য দলেরও ভুরি ভুরি অভিযোগ, সিইও ও তাঁর অফিসের বিরুদ্ধ। নির্বাচন এলে সিইওর ওপর চার পড়ে বেশি কারণ তিনিই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি। অথচ রাজ্য স্তরে কমিশনের প্রধান মুখ। তাঁকে নির্বাচন করে কমিশন রাজ্যের পাঠানো অফিসারদের প্যানেল থেকে। অতীতের নির্বাচনেও দেখা গেছে বিরোধীরা সিই-ও-র ভূমিকায় খুশি হতে না পেরে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

এক্ষেত্রে এটা ভুললে চলবে না, যিনি সিইও পদে আসেন তিনি সাধারণ এই রাজ্যেরই ক্যাডারভুক্ত একজন আইএএস অফিসার। বর্তমান সিইও তাই। যেহেতু কমিশন তাকে নিয়োগ করেছে, তারা দায়বদ্ধতা রাখতেত গিয়ে, রাজ্যের প্রতি দায়বদ্ধতাও তিনি ভুলতে পারেন না। আর সেই কারণেই তার ভূমিকা নিয়ে কথা ওঠে। বিরোধীদের অভিযোগ অতিরিক্ত সিইও-র বিরুদ্ধেও। তিনি সমসয়ই যা ঘটে তা বলেন না, উল্টো কথা বলেন।

তবে সিইও-কে বিরোধীদের খুশি করা কঠিন। অতীতেও কোনও সিইও পারেননি। যদিও তার হেরফের আছে। বর্তমান সহিও এই পদে নিয়োগ হওয়ার আগে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। নির্বাচনে সিইও-র কাজটা অত্যন্ত কঠিন হলেও বিরোধীদের সব অভিযোগই কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সঠিক অভিযোগের ঠিক ঠিক প্রতিকার তাঁরও করে দেখানো উচিত। অভিযোগ শুনলেন, হালকাভাবে নিলেন কাজে কিছু করলেন না এমনটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

শাসকদল সহ সব দলই নির্বাচনকালে অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছেই আসবে এবং গুরুত্ব দিয়ে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা তাকেই নিতে হবে। সম্প্রতি কোচবিহার কেন্দ্রে নিদহাটায় দু-একটি বুথ প্রথম থেকেই গণ্ডুগোল হল, অভিযোগ পৌঁছল সিইও-র অফিসে যথাসময়েই—কিন্তু সাংবাদিকদের জানানো হল, শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান চলছে। কোনও গণ্ডগুলের খবর নেই। এই যে প্রকৃত অবস্থাকে চেপে যাওয়া, এটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কেউ যদি সমস্যা দেখেও, তাকে সমস্যা হলে না ধরে, মুখ বুজে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সত্যকেই চেপে যাওয়া হচ্ছে। নির্বাচন অবাধ করতে সিইও-র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব দলই আশা করে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করবেন। (সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

# প্রেমের তবু নানা রাম ধনু হয়

**অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়**

তখনও আড় ভাঙেই ফাস্ট ইয়ারের। কলেজ লনের ঘাসে ঘাসে দিন কাটছে। তার মধ্যে সঙ্গী জুটেছে গুচিস্মিতা বলে এক আধা-বাচ্চা, আধা-ন্যাকা মেয়ে। আর আছে প্রতীতী। সে অবশ্য স্মার্ট, লম্বা চুল। মাঝে মাঝেই বিরক্ত লাগছে এই ভেবে,কেন যে মরতে বাংলা নিয়ে পড়তে এলাম! ক্লাস জুড়ে গিজগিজ-গিজগিজ করছে মেয়ের পাল। এ -প্রেমে-সে -প্রেম ক্যালরব্যালর। তার মধ্যে শুচিস্মিতা তোপসে ঠাউরেছে আমাকে। প্রতিদিনের যত উত্থান-পতন, তাকানো-পালানো---তার রোজনামচা শুনতে হয় আমাকে বিরস মুখে। 'আমার তো বিতানকে দারুণ লাগছে! ঠিক এইরকমটাই পছন্দ ছিল আমার বরাবর। ছ'ফিটের নীচে হবে না যাকে ভালবাসব।' তা, বিতান কি ছ'ফিট? যথাযম্ভব বিমর্ষ হয়ে বলি। পাঁচ এগারো হবে, ছয় না হলেও। 'তাহলে? ''আরে, এখনও তো বাড়ের বয়স শেষ হয়নি। দেখবি, এক ইঞ্চি ঠিক বেড়ে যাবে। আর কীর'ম ঝকঝক করছে সারাক্ষণ দেখেছিস''?

'তুই দ্যাখ ভাল করে'। বলে আমি অন্যত্র দৃষ্টি সরাই।

দু'তিনদিন পর দেখি একমুখ মেঘ নিয়ে মাথা গুঁজে বসে শুচি। 'কী হল আবার'? রাগ রাগ চোখে আমার দিকে চাইল। প্রতীতী তড়িঘড়ি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামাল আমাকে। ফিসফিস করে বলল, 'প্রেমটা কেঁচে গেছে। বিতান ভাবলবা।' আমি মনে মনে 'বাঁচা তো পুরো পাঁচ-দুই।' 'দ্যাখ, হাইট দিয়ে তো আর মানুষের মন চেনা যায় না, ছেলেটা ব্রাইট ও অনেক দূর যাবে। কাল বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে আমাকে। তো, শুচি আপাতত অনমিত্রর পাশে। আমি আর প্রতীতী নোট দেওয়া-নেওয়া করি। শুচির ক্লাসে আমার সময় মদ খায়, আরও মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে। শুনে অনমিত্রর প্রতি আমার ঈর্ষা হতে শুরু করল। কারণ ওগুলো আমিও করতে চাই। 'তাই, তুই কী করবি এখন? 'তোর দাড়ি ধরে ঝুলব'। ঝাঁজিয়ে ওঠে শুচি। হাওয়া খারাপ দেখে আমি মানে মানে কেটে পড়ি। প্রতীতী একসময় কেপরিতে চাউমিন খাওয়ার ' 'কী করা যায় বল তো?' 'বল আমার খুব বিচ্ছিরি ধরনের একটা অটোইমিউন ডিজিজ আছে। আমাদের বংশে সবাই ৪০-৪২-এ ফিনিশ। প্লিজ বল'। শুচির ভয়ে আমি কলেজ যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিই।

> আমাদেরই তো কত কত বন্ধুকে দেখলাম পরে! প্রেম বা রাজানীতিকে কেমন সুন্দরভাবে ধুয়ে নিল তারা । হট মিছিলের চোঙা থেকে বন্দেমাতরমের ঠোঙা থেকে ঘাস-বিচালি-ঘাস চিবোতে চিবোতে। কোনও অসুবিধে হয়নি। মাপমতো কেমন ধরে গিয়েছে খাপে খাপে। মধ্যরাতে ফুটপাত বদলের মতোই তারা মধ্যযৌবনে রং বদল করছে। আগামী দিনের কোনও নতুন রঙের টুক করে তারা শুচিস্মিতার মতো আর কারও হাত ধরবে। প্রেমের তবু নানা রামধনু হয়, কিন্তু ক্ষমতার একটাই রং হয়। ধূসর। সে রং যারা দেখতে পেয়েছে, তারা অন্য রং দেখার কথা ভাবেনি কো আর! ওই একটিই রং সঠিক। বাকিরা রংকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা।

গেছে' বলে হাঁটা দিলাম। দিন দুয়েকও যায়নি, আবার শুচি আমাকে ধরল। কেমিস্ট্রি অনার্সের অনমিত্র। সে নাকি ঠারেঠোরে জানিয়েছে কিছুমিছু। 'তা, তুই নিশ্চয়ই বাতিল করে দিয়েছিল, ও নেই এখন। মাঝখানে একহপ্তা কলেজ আসিনি। ফিরে দেখি ধুন্ধুমার কাণ্ড! কেঁদে কেঁদে শুচির হুলো বেড়ালের মতো মুখ ফুলে গিয়েছে। 'কী হল রে?' ও ছেলেটা তুই ভাবতে পারবি না কত খারাপ! এসে ধরে, মানে, তোর যদি কোনও আপত্তি না থাকে, আসলে শুচির হাতে তো এখন তেমন কিছু নেই সেভাবে---আমি তো শুনে বিষমটিষম খেয়ে একশা। প্রতীতীকে বললাম, 'প্লিজ আমাকে বাঁচা, অনেক দিন পর পা টিপে টিপে ক্লাসরুমে ঢুকতেই দেখি পুরনো খিলখিল হাসা শুচিস্মিতা। ছবি দেখাল আমাকে। ফিলোজফির ওঙ্কার। মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের উজ্জ্বল ছাত্র চোখে একটু বেশি পাওয়ার তাতে কী......... অনেক দূর যাবে, তোর বাড়ি অবধি গেছে?' কচি মাথা হেলায়।

আমি অবাক হয়ে শুচিকে দেখতে থাকি। ওর সুখী সুখী মুখ, চিকটিকে স্বপ্নচোখ, ভালবাসা আরাম---এ মেয়ের ঠিক কিছু না কিছু এখটা হবে, কোনও না কোনও মতো। যে কোনও রং সেখানে ধোয়া যায়। আমাদেরই তো কত কত বন্ধুকে দেখলাম পরে! প্রেম বা রাজানীতিকে কেমন সুন্দরভাবে ধুয়ে নিল তারা । হট মিছিলের চোঙা থেকে বন্দেমাতরমের ঠোঙা থেকে ঘাস-বিচালি-ঘাস চিবোতে চিবোতে। কোনও অসুবিধে হয়নি। মাপমতো কেমন ধরে গিয়েছে খাপে খাপে। মধ্যরাতে ফুটপাত বদলের মতোই তারা মধ্যযৌবনে রং বদল করছে। আগামী দিনের কোনও নতুন রঙের টুক করে তারা শুচিস্মিতার মতো আর কারও হাত ধরবে। প্রেমের তবু নানা রামধনু হয়, কিন্তু ক্ষমতার একটাই রং হয়। ধূসর। সে রং যারা দেখতে পেয়েছে, তারা অন্য রং দেখার কথা ভাবেনি কো আর! ওই একটিই রং সঠিক। বাকিরা রংকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা।

(সৌজন্যে : প্রতিদিন)

# কানপুরের কাছে লাইনচ্যুত পূর্বা এক্সপ্রেসের ১২টি কামরা: উল্টে গেল চারটি বগি, আহত ১৪ জন যাত্রী

**কানপুর (উত্তর প্রদেশ), ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** গভীর রাতে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ ডিভিশনের এলাহাবাদ-কানপুর শাখায় কানপুরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ১২৩০৩ হাওড়া-নিউদিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেসের ১২টি কামরা। লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়া ১২টি কামরার মধ্যে ৪টি বগি সম্পূর্ণ উল্টে যায়। লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়া বগি গুলি হল-দু"টি স্লিপার ক্লাস কামরা (এস-৮ ও এস-৯), একটি এসি ২-টিয়ের কাম প্রথম এসি কামরা (এইচএ১), এছাড়াও বি-১, বি-২, বি-৩, বি-৪, বি-৫, এ-১, এ-২, একটি প্যান্ট্রি কামরা এবং একটি লাগেজ ভ্যান (এসএলআর)। সৌভাগ্যবশত ভয়াবহ এই রেল দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই। তবে, মোট ১৪ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১১ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৩ জন গুরুতর আহত অবস্থায় কানপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার গভীর রাত একটা নাগাদ ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের রুমা গ্রামের সন্নিকটে। গভীর রাতে পূর্বা এক্সপ্রেসের ১২টি কামরা লাইনচ্যুত হওয়ার খবর পাওয়া মাত্রই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা। পরে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরঅফ)-র একটি টিম। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পরই উদ্ধারকাজ চালান এনডিআরঅফ টিমের ৪৫ জন সদস্য। রেল কর্তৃপক্ষ ও কানপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের কানপুর সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে পৌঁছনোর জন্য চারটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য যাত্রীদের কানপুর থেকে দিল্লি পৌঁছে দেওয়ার জন্যও একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, শনিবার সকাল ৫.৪৫ মিনিট নাগাদ বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে যাত্রীদের কানপুর থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাত একটা নাগাদ কানপুরের রুমা গ্রামের সন্নিকটে লাইনচ্যুত হয়ে যায় হাওড়া-নিউদিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেসের ১২টি কামরা। লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়া ১২টি কামরার মধ্যে ৪টি বগি সম্পূর্ণ উল্টে যায়। তবে, এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই। এই রেল দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জন যাত্রী আহত হয়েছেন (৩ জন গুরুতর আহত এবং ১১ জন সামান্য আহত)। দুর্ঘটনার পরই রেলের পক্ষ থেকে বিশেষ হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল-(০৩৩) ২৬৪০২২৪১, ২৬৪০২২৪২, ২৬৪০২২৪৩ এবং ২৬৪১৩৬৬০।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, "গভীর রাত তখন একটা হবে, আমরা তখন ঘুমিয়েছিলাম। আচমকাই বিকট শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। তৎক্ষণাৎ রেললাইনের দিকে আমরা সবাই ছুটে আসি। রেললাইনের কাছে যাওয়ার পর দেখি পূর্বা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে রেললাইনের ধারে উল্টে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা। পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।'' ভারতীয় রেলের এডিজি পিআর স্মিতা ভি শর্মা জানিয়েছেন, "প্রাণহানির কোনও খবর নেই। যাত্রীদের মধ্যে কেউই মারাত্মকভাবে জখম হননি। সমস্ত যাত্রীকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এই রেল দুর্ঘটনার জেরে মেইন রুটে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে।'' কানপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় বিশ্বাস পন্ত জানিয়েছেন, "দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজ শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির কোনও খবর নেই। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের কানপুর সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে পৌঁছনোর জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য যাত্রীদের কানপুর থেকে দিল্লি পৌঁছে দেওয়ার জন্যও একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।'' কি কারণে লাইনচ্যুত হল হাওড়া-নিউদিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। নর্থ সেন্ট্রাল রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেললাইন মেরামতির কাজ চলছে। আশা করা হচ্ছে শনিবার বিকেল চারটের মধ্যেই স্বাভাবিক ছন্দে ট্রেন চলাচল শুরু হবে।

## দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে আপের জোটের কোনও সম্ভাবনা নেই দাবি মণীষের

**নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** দিল্লিতে আর কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই আপের। শনিবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানালেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান আপ নেতা মণীষ সিসোদিয়া।

লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও দিল্লিতে জোট নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারল না আপ এবং কংগ্রেস। জোট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলেও অবশেষে তা ভেস্তে গেল। এদিন সেই বিষয়ে আলোকপাত করে মণীষ সিসোদিয়া বলেন, দিল্লি ছাড়া অন্য কোথাও আপের সঙ্গে জোট চাইছে না কংগ্রেস। তাই দিল্লিতেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যাবে না আপ।

বিতর্কের সূত্রপাত হরিয়ানার লোকসভা কেন্দ্রগুলির আসন বন্টন নিয়ে। সেখানে প্রথমে কংগ্রেস প্রস্তাব দিয়েছিল তারা নিজেরা ৬টি আসনে লড়বে। আপের জন্য ছাড়বে একটি মাত্র আসন এবং আপের জোট শরিক জননায়ক জনতা পার্টির জন্য ছাড়বে তিন আসন। তারপর নিজেদের অবস্থান থেকে সরে এসে কংগ্রেস দাবি করে যে জনায়ক জনতা পার্টিকে দুইটি আসনের বেশি ছাড়া যাবে না। এতেও রাজি ছিল আপ। কিন্তু শুক্রবার রাতে কংগ্রেসের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় দিল্লি ছাড়া দেশের অন্য কোথাও আপের সঙ্গে জোটে যাবে না কংগ্রেস।

জল্পনা এমনও শোনা গিয়েছিল যে দিল্লিতে আপের সঙ্গে জোট হলে তিনটি আসনে লড়বে কংগ্রেস। এই বিষয় মণীষ সিসোদিয়া বলেন, কংগ্রেসকে তিনটি আসন ছাড়া মানে বিজেপিকে তিনটি আসন দিয়ে দেওয়া। এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসে সঙ্গে জোটে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সমস্ত রকমের আলোচনা কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে কংগ্রেসকে আসন ছাড়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই বলে দাবি করেছেন তিনি।

## রায়গঞ্জে আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম : প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা কলকাতা প্রেসক্লাবের

**কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন, গত বৃহস্পতিবার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গোয়ালপোখরে আক্রান্ত হন সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরাঊ বাঁশ, লাঠি দিয়ে মেরে মাথা ফাটানো হয় সাংবাদিকদেরঊ ভেঙে দেওয়া হয় ক্যামেরাওঊ সংবাদ মাধ্যমের উপর হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাল কলকাতা প্রেসক্লাব। কলকাতা প্রেসক্লাবের তরফ থেকে সভাপতি স্নেহাশিস সুর এবং সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন।

প্রতিবাদ পত্রে তাঁরা লিখেছেন, "আমরা আক্রান্ত সাংবাদিকদের পাশে আছি। এই জঘন্য ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। প্রশাসনের কাছে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।" চিঠিতে প্রেসক্লাব লিখেছে, "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের কাজে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাদের অবিচ্ছেদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সে ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণের দিন ও ভোটের খবর সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটা দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। পরবর্তী দফার নির্বাচনের দিনগুলিতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে প্রেসক্লাব, কলকাতা আবেদন রাখছে।

## অকালেই প্রয়াত প্রবীণ বিজেডি নেতা বেদ প্রকাশ আগরওয়াল্লা

**ভুবনেশ্বর, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আর হল না। অকালেই প্রয়াত হলেন বিজু জনতা দল (বিজেডি)-এর প্রবীণ নেতা তথা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ওড়িশার পাটকুরা বিধানসভা আসনের বিজেডি প্রার্থী বেদ প্রকাশ আগরওয়াল্লা। বিগত কয়েকদিন অসুস্থ ছিলেন প্রবীণ বিজেডি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বেদ প্রকাশ আগরওয়াল্লা। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে ভুবনেশ্বরের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। বেসরকারি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালেই জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।

অর্থনীতিতে স্নাতক বেদ প্রকাশ আগরওয়াল্লা মাত্র ২০ বছর বয়সেই রাজনীতিতে যোগ দেন। কেন্দ্রাপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল। এরপর মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই কেন্দ্রাপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হন বেদ প্রকাশ। তিনি ওড়িশার অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বও সামলেছিলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেডি-র টিকিটে ওড়িশার পাটকুরা বিধানসভা -ছয়ের পাতায় দেখুন

হায়দ্রাবাদে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। ছবি-পিআইবি।

## ভোটের আগেই স্পষ্ট করে দিন যে উনি কোন দিকে আছেন, পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন সোমেন মিত্রের

**কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** ভোটের আগেই স্পষ্ট করে দিন যে উনি কোন দিকে আছেন ? শনিবার স্পষ্ট ভাষায় এভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রশ্ন রাখলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র।

এদিন বিধান ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোমেনবাবু বলেন, "আমি আপনাদের ডেকেছি শুধু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েকদিন যেভাবে অসত্য কথা বলে চলেছেন তার জবাব দিতে।

উনি বলেছেন, কংগ্রেস সরকার গঠন করতে পারবে না, তৃণমূল অন্যান্য আঞ্চলিক দলকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করবে। আমাদের প্রশ্ন : উনি কোন কোন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে কথা বলেছেন ? ডি এম কের নেতা স্ট্যালিন, তেজস্বী যাদব এবং দেবগৌড়া এঁরা রাহুল গান্ধীকে প্রধান মন্ত্রী দেখতে চান। অখিলেশ যাদবও সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে দিয়েছিলেন, ঙ্র'কংগ্রেস আমাদের সঙ্গেই আছেঙ্র' তবে উনি কাদের পাচ্ছেন ? স্পষ্ট করুন। শুধু আঞ্চলিক দল নিয়ে ২৭২ হবে না। হয় কংগ্রেস অথবা বি জে পি কে সঙ্গে নিতে হবে। ভোটের আগেই স্পষ্ট করে দিন যে উনি কোন দিকে আছে।"

সোমেনবাবু বলেন, সিপিএমের জাতীয় সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি তো বলেই দিয়েছেন যে রাহুল গান্ধীর দিকে থাকবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেসকে আরএসএস সমর্থন করছে। আমাদের প্রশ্ন : আরএসএস-এর মদতে গুজরাত দাঙ্গার সময় বিজেপি সরকারের রেলমন্ত্রী উনি ছিলেন তো ? পদত্যাগ করেননি কেন ? নরেন্দ্র মোদী এবং মমতা ব্যানার্জী একই মুদ্রার দুই পিঠ। দুজনেই সরকার চালাতে ব্যর্থ।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, "একদিকে প্রধানমন্ত্রী হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে সব কিছুতেই পাকিস্তান দেখছেন, শহীদ বীর জওয়ানদের নাম করে ভোট চাইছেন, অন্য দিকে মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্রে গিয়ে আরএসএস-এর নাম নিয়ে মুসলিম ভোট পেতে চাইছেন। উন্নয়ন, চাকরি এই সব ইস্যু এখন পিছনের সারিতে। দুটোই মেরুকরণের রাজনীতি।

মমতা বলেছেন সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে, ঙ্র'কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে ভোট ভাগ করবেন না, কারণ সরকার আমরাই গড়বো। ঙ্র' এই মন্তব্য করে সোমেনবাবু বলেন, আমাদের প্রশ্ন : আপনি তো ভালো। বিজেপি খারাপ। আগে অটল বিহারি বাজপেয়ি ভালো, বিজেপি খারাপ ছিল। এল কে আডবাণী ভালো, বিজেপি খারাপ। এখন আপনার কাছে নরেন্দ্র মোদী খারাপ আর আদবানি, রাজনাথ সিং -রা ভালো বিজেপি। আমাদের আশঙ্কা সংখ্যালঘু মানুষের ভোট নিয়ে তথাকথিত ভালো বিজেপির হাত ধরবেন না তো ?

সোমেনবাবু বলেন, মমতা দেবীর দাবি মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস আমি তৈরী করেছি। আমাদের প্রশ্ন : আপনি দূর্গা পদ সিংহের নাম শুনেছেন ? ড: রেজাউল করিমের নাম শুনেছেন ? আপনার এই কথা তো আব্দুস সাত্তারের আত্মাকেও ব্যথিত করলো। আপনি কংগ্রেস ভেঙেছেন, গড়েন নি। আপনি জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, পৌরসভা গায়ের জোরে দখল করেছেন, মুর্শিদাবাদের মানুষের মন জয় করতে পারেন নি। ভোটের মেশিনেই জবাব আপনি পাবেন। অধীর চৌধুরী, অভিজিৎ মুখার্জীদের নামে ব্যাক্তিগত কুৎসা আপনি করতে পারেন। কিন্তু আমরা কংগ্রেস, কোনও ব্যাক্তিগত কুৎসা করি না। নীতির লড়াই করি। কংগ্রেস সরকারে আসবে এবং দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে।

## লোকসভা নির্বাচন : প্রার্থী তালিকা ঘোষণা সপা'র

**লখনউ, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার, ২৩ এপ্রিল উনিশের লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে। এবারের লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হবে মোট সাত দফায়। তার আগে শনিবার উত্তর প্রদেশের ফুলপুর এবং এলাহাবাদ, এই দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল সমাজবাদী পাটি (সপা)।

সপা-র প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশের ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সপা-বিএসপি-আরএলডি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পন্ধারি যাদব। এলাহাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে সপা-বিএসপি-আরএলডি প্রার্থী হিসেবে লড়বেন রাজেন্দ্র সিং প্যাটেল। প্রসঙ্গত, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন এবার মোট সাত দফায় সম্পন্ন হবে। উনিশের লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা এবং ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ মে।

## রামপুরে আজম খানের হয়ে প্রচার করলেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী

**রামপুর, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** উত্তরপ্রদেশের রামপুর লোকসভা কেন্দ্রে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী আজম খানের হয়ে প্রচার করলেন বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। রামপুর লোকসভা কেন্দ্রে আজম খানের জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন তিনি। শনিবার মায়াবতী বলেন, কয়েক লক্ষ পন্থা অবলম্বন করলেও মহাজোটের প্রার্থীর জয়কে কেউ আটকাতে পারবে না। পরাজয় নিশ্চিত জেনে জোটপ্রার্থীকে কুলষিত করার জন্য বিজেপি উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু জনগণ সমস্তটাই জানে। আজম খানকে হারানো অসম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দেগে বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী বলেন, কৃষক, কর্মহীন যুব সম্প্রদায়, গরিব মানুষ, বঞ্চিত শ্রেণী, ব্যবসায়ী, দলিত, অনগ্রসরশ্রেণীর মানুষদের বিগত পাঁচ বছরে বঞ্চিত করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। বিজেপির চৌকিদারের কৌশল কাজে আসবে না। বিজেপির বিদায় ঘন্টা বেজে গিয়েছে।

পাশাপাশি কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও সমান ভাবে আক্রমণ শানিয়ে মায়াবতী বলেন, পাঁচ দশক ধরে দেশ শাসন করেছে কংগ্রেস। এরপর ক্ষমতায় আসে বিজেপি। কিন্তু দুইটি দলই দেশের কোনও উন্নয়ন করেনি। এদিনের সভায় মায়াবতী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব।

## ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

**বিহালি (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়া দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনা মধ্য অসমের বিশ্বনাথ জেলার বিহালির। শুক্রবার বিকেলে বিহালির ওপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁশবাড়ি ঘাটে স্নান করতে নেমেছিলেন গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা গৌতম বরা ওরফে বুড়ু এবং বাঁশবাড়ির অভিজিৎ শইকিয়া নামের দুই যুবক। স্নান করতে গিয়ে দু"জনই ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে তলিয়ে যান। এর পর থেকে স্থানীয়দের সঙ্গে এসডিআরএফ গৌতম ও অভিজিৎকে উদ্ধার করতে ব্রহ্মপুত্রের জলে তল্লাশি অভিযান চালায়। কিন্তু গতকাল রাত পর্যন্ত তাঁদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন সবাই।

শনিবার সকাল থেকে যথারীতি এসডিআরএফ এবং এনডিআরফ-এর জওয়ানদের সঙ্গে -ছয়ের পাতায় দেখুন

## বদরউদ্দিন আজমলের দুর্গ ধুবড়িতে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে রোড শো অভিনেত্রী-প্রার্থী নুসরতের

**ধুবড়ি (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** এআইইউডিএফ-সুপ্রিমো মৌলানা বদরউদ্দিন আজমলের দুর্গ ধুবড়িতে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালালেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী নুসরত জাহান। তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য শান্তনু সেনকে সঙ্গে নিয়ে ধুবড়িতে তৃণমূল প্রার্থী নুরুল ইসলাম চৌধুরীর পালে হাওয়া তুলতে আজ রোড শো করেছেন নুসরত।

তৃতীয় দফায় আগামী ২৩ এপ্রিল ধুবড়িতে ভোট। চলমান খোলা জিপে দাঁড়িয়ে রাস্তার দু পাশে জমায়েত জনতার উদ্দেশে কখনও হাত নেড়ে, আবার কখনও কখনও করজোরে দলীয় প্রার্থী নুরুল ইসলাম চৌধুরীর জন্য ভোটভিক্ষা করেছেন অভিনেত্রী ও শান্তনু সেন।

প্রসঙ্গত, সকালে ধুবড়ির ঝগড়ারপাড় স্টেডিয়ামে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নুসরতের হেলিকপ্টার অবতরণ করে। সেখান থেকে খোলা জিপে উঠে গোটা শহর করজোরে ও হাত নাড়তে নাড়তে ঘুরে প্রচারাভিযান চালান তিনি। এদিকে প্রচারাভিযানের সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নুসরত জাহান বলেন, এখানে এসে তাঁর খুব ভালো লাগছে। অসমের মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। -ছয়ের পাতায় দেখুন

## ফের ভাঙন কংগ্রেসে বিজেপি-তে যোগ দিলেন এস কৃষ্ণ কুমার

**নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** আগামী ২৩ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ। ওই দিন কেরলের ২০টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবে। লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে ফের ভাঙন ধরল কংগ্রেসে। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন কোল্লাম (কেরল)-এর প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এস কৃষ্ণ কুমার। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিজেপি নেতা শাহনওয়াজ হুসেনের উপস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিয়েছেন কোল্লাম-এর প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এক কৃষ্ণ কুমার।

উল্লেখ্য -ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় নেশা সামগ্রী সহ এক যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নিজস্ব ছবি।

## হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

# হারানো সভ্যতার খোঁজে ধোলাভিরা

**শঙ্করলাল সরকার**

গুজরাট তথা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম জেলা হচ্ছে কচ্ছ। কচ্ছের রণের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে আছে কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ বা বেট। এরকমই একটা ছোট বেট হল ধোলাভিরা। গুজরাটের পর্যটন মানচিত্রে ধোলাভিরাকে দেখায় আরব সাগরের লোনা জলের মাঝখানে একটা দ্বীপের মতো যেখানে পাওয়া গেছে প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন। গুজরাটের পর্যটন দফতরের কর্মীরা ধোলাভিরা যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। বলেছিল ইতিহাসে খুব আগ্রহ থাকলে তবেই কেবল ভালো লাগতে পারে ওই ধ্বংসাবশেষ। নচেৎ অতটা রাস্তা যাওয়া অর্থহীন। আমেদবাদ থেকে গিয়েছিলাম হরপ্পা সভ্যতার বন্দরনগর লোথাল দেখতে। ধোলাভিরায় হয়তো লোথারের মতোই ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যাবে। তাই প্রথমে কচ্ছের সদর শহর ভুজ থেকে দীর্ঘ আড়াইশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ধোলাভিরায় যেতে মন সায় দিচ্ছিল না। গিন্নির উৎসাহেই ভুজ শহরে ঘুরতে ঘুরতে ধোলাভিরায় যাবার গাড়ি ঠিক করলাম। ধোলাভিরা ঘুরিয়ে রাজকোট পৌঁছে দেবে। ভুজে তো আর বারে বারে বেড়াতে আসা হবে না, এসেছি যখন যতটা সম্ভব দেখে নেওয়া যাক। আসলে আমাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সময় আর অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি সুযোগেরও যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করা যায়।

ধোলাভিরায় কচ্ছের জীবনযাত্রা চাক্ষুষ করা যাবে। আবার ওই দ্বীপ ফ্লেমিংগোর মতো পরিযায়ী পাখীদের অস্থায়ী ঠিকানা। উপরি পাওয়া হিসাবে হরপ্পা সভ্যতাকে অনুভব করার আশা তো রইলই। ভুজ থেকে পরদিন খুব সকালে বেরিয়ে পড়লাম। বাচাও, সামখিয়ালি, রাপার হয়ে ধোলাভিরার দিকে যেতে হবে। মানচিত্রে ভুজ থেকে ধোলাভিরার সোজাসুজি দূরত্ব বেশি নয়। পুরোটাই ফাঁকা প্রান্তর। রণের মধ্যে দিয়ে উটে চেপে মাত্র শ'দেড়েক কিলোমিটারের পথ অতিক্রম করে সেকালে মানুষ পৌঁছাত। হরপ্পা সভ্যতার যুগে ধোলাভিরার সঙ্গে কচ্ছ উপসাগরের বিভিন্ন বন্দরের যোগাযোগ ছিল। রণের মধ্যে দিয়ে উটের ক্যারাভান চলত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সেই ধারা সমানে চলছে। আজও শীত-গ্রীষ্মের শুকনো দিনে উটে চেপে এভাবেই মানুষ যাতায়াত করে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। বর্ষার সময়ে আরব সাগরের লোনা জলে প্লাবিত হয়ে যায় রণের নিচু জমি। জলে ঘিরে তখন দ্বীপের আকার নেয় উঁচু বেট বা খাদিদের উপর গড়ে ওঠা বসতিগুলো। রণের নরম বালি আর নিচু কাদা জমি এড়িয়ে যথাসম্ভব উঁচু জায়গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে রাস্তা তৈরি হয়েছে এক বেট থেকে আরা এক বেটে যাবার জন্য। তবুও কিছু কিছু জায়গায় নিচু অংশ বর্ষার জলে পুরোপুরি ডুবে যায়, তখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

সকালে ভুজ থেকে বেরিয়ে ক্রমাগত চলেছিল পূর্বদিকে। সোজা পিচের রাস্তা দিয়ে গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। বৈচিত্রহীন দৃশ্য ন্দ্রপথের দু'পাশে। কালো ফিতের মতো লম্বা রাস্তার দু'ধারে বাবলা প্রভৃতি কাঁটাগাছের ঝোপ। কখনও বা ছোট ছোট কৃমি জমি। ভুজ থেকে একশো কিলোমিটার পথ পার হয়ে পৌঁছলাম সামখিয়ালি। এখান থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে রাজকোটের দিকে। সে পথ এড়িয়ে আমরা ধরলাম উত্তরের রাস্তা। এপথে ছোট একটা গঞ্জ শহর রাপার। গেস্টহাউস, হোটেল সব আছে এখানে, রাত্রিবাসের জন্য উপযুক্ত। এরপরেই শুরু হবে রণের ধূ ধূ মরুভূমি। খাবার বা জল কিছুই পাওয়া যাবে না, তাই প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে নিলাম।

রাপারে চলমান জীবনের ছবি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। আহির রাবারি উপজাতির মানুষ চোখে পড়ে। অনুজ্জ্বল গঞ্জ শহরের ধুলো ধুলো বাজার অঞ্চলে বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে কচ্ছের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বহুবর্ণ কারুকার্য সমন্বিত নারীদের পোশাক। পুরুষদের মাথার পাগড়ি থেকে শুরু করে সারা দেহটাই ঢিলেঢালা সাদা পোশাকে ঢাকা। উট, গোরুর গাড়িতে জীবন যাপনের নানা উপকরণ নিয়ে মানুষ চলছে। আধুনিক মোটর গাড়ি, ট্রাকের পাশাপাশি চলছে উটের গাড়ি এবং গোরুর গাড়ি।

রাপার ছেড়ে এগিয়ে চললাম লম্বা সরলরেখার মতো রাস্তার চড়াই-উতরাই ভেঙে। পাশ কাটিয়ে এলাম একটা গোরুর গাড়ির। বলদ দুটো যেন উঠে এসেছে হরপ্পা সভ্যতার শিলমোহর থেকে। পাঁচ হাজার বছর আগেকার বলদের গাড়ি যেন কোনও টাইম মেশিনে করে হাজির হয়েছে আমাদের পাশে। দু'পশে সেই একই রকম বিরাট দুটো কাঠের চাকা, গাড়োয়ানের পোশাকেও কোনও পরিবর্তন হয়নি এই দীর্ঘ তিন হাজার বছরে। আধুনিকতা প্রকাশ করছে হাতের মোবাইলটা।

কচ্ছের গ্রেট রণের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দেখেছি রাস্তার দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বালিয়াড়ি। জল জমে রয়েছে কোথাও কোথাও। আবার কোথাও বা জল শুকিয়ে সাদা নুন ফুটে উঠেছে। সমুদ্র এখানে নেই বটে, কিন্তু যে কোনও সময়েই আরব সাগরের লোনা জলে ভরে উঠতে পারে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। সর্বত্রই যেন সেই সতর্কবার্তা। বন্য গাধার একটা দল দূর থেকে চলে যাচ্ছে আরও দূরে। হলদে ধূসর মরুভূমির বুকে বাদামি সাদা রঙের গাধাগুলির চলার ছন্দে সৃষ্টি করল এক অপরূপ মুগ্ধতা।

ধোলাভিরায় পৌঁছে প্রথমেই গেলাম মিউজিয়াম দেখতে। মাটি খুঁড়ে পাওয়া হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নির্দর্শন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাটির বিরাট বিরাট শস্য রাখার পাত্র, পোড়া মাটির, পুঁতির, ঝিনুকের বিভিন্ন অলঙ্কার, হরেক রকমের খেলনা, তৈজসপত্র, জীবন যাপনের নানা উপকরণ। ধোলাভিরার মিউজিয়ামটি লোথালেরই অনুরূপ। একটা গাছের প্রস্তরীভূত ফসিল দেখলাম। এই দ্বীপেই পাহাড়ের উপর পাওয়া গেছে পনেরো কোটি বছরের পুরানো গাছের ফসিলটি। জুরাসিক যুগের পনেরো মিটার দীর্ঘ গাছের ফসিলের একটা টুকরো এনে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামে।

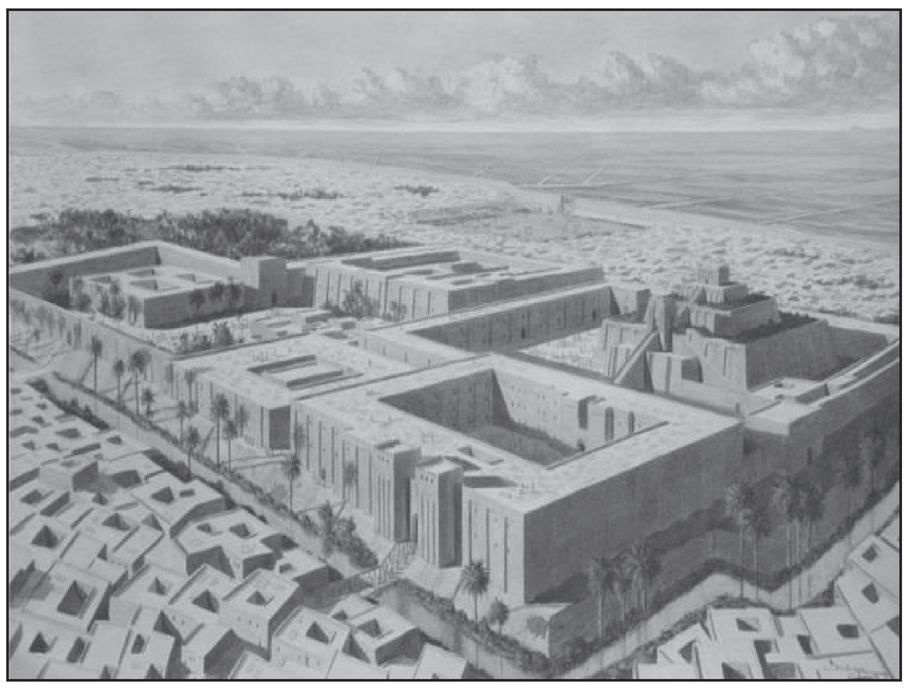

মিউজিয়ামের সামনেই দেখা হল জয়মলভাই-এর সঙ্গে। ধোলাভিরার গাইড। গাইড না নিলে ভালো করে বুঝতে পারব না প্রত্নস্থলটি, তাই ওনার সাহায্য নিলাম। ধোলাভিরা দেখতে গেলে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে তাহল এখানকার বাসিন্দাদের জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টা। পানীয় জলের অভাব প্রচণ্ড। সমুদ্রের লোনা জল দ্বীপের চারদিকে। মাটিতে কুপ খনন করলেও উঠে আসে লবণাক্ত জল। সুস্বাদু জলের একমাত্র উৎস বৃষ্টির জলের প্রতিটি ফোঁটাকে সংরক্ষিত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা ধোলাভিরা নগর পরিকল্পনার মূলত বিষয়।

জয়মলবাই বলল মনোহর আর মানসর দুটো ছোট নদী এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। বললাম, নদী তো নয় দ্বীপের মধ্যেকার পাহাড়ের উঁচু অংশে বৃষ্টিপাতের ফলে তৈরি হওয়া ছোট পাহাড়ি ঝোরা। হ্যাঁ, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা দুটো জলের ধারাই বলা যায় মনোহর মানসরকে। কিন্তু দ্বীপের মানুষ বৃষ্টির জল একফোঁটাও নষ্ট করতে চাইত না। তাই দুটো নদীর মিলনস্থল গড়ে তোলা হয়েছে বিশাল এক জলাধার।

জয়মলভাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিশাল সেই জলাধারটা দেখালেন। উত্তর-দক্ষিণে ৭৩.৪০ মিটার লম্বা, পূব-পশ্চিমে ২৯.৩০ মিটার চওড়া সেই জলাধারের নিচে নামার জন্য উত্তর- পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, আর দক্ষিণ পশ্চিমে তিনটি সিঁড়ি।

জলাধারটির গভীরতা কত?

প্রশ্ন শুনে জয়মলবাই বলেন, ১০.৬০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মাটি খোঁড়া হয়েছে। অনুমান করা হয়েছে জলাধারটি আরও বেশ খানিকটা গভীর। এখানেই শেষ নয়, বৃষ্টি কেবল বছরের একটা সময়ে হয়, সেই জল জমা থাকে জলাধারে। ব্যবহার করতে করতে এক সময়ে জল শেষ হয়ে যায়, তখন কী হবে? ধোলাভিরার নগর পকিল্পনাকার তাই জলাধারের মধেয পাথর কেটে কূপ খনন করলেন। কূপের গভীরতা তিন মিটার হতে হবে কেননা তার থেকে গবীর কূপ খনন করলে লোনা জল উঠে আসবে।

ওনার কথা শুনতে শুনতে অনুভব করি পাঁচ হাজার বছর আগেকার ধোলাভিরার মানুষদের অবস্থা। গিন্নি প্রশ্ন করে, এই রকম জলশূন্য মরুভূমির মধ্যে নগর গড়ে তুলল কেন?

হেসে বলি, জলের সমস্যাটা গৃহিণীদের কাছেই প্রকট। তোমরা কী বুঝবে, জল কি কেবল খাবার জন্যই প্রয়োজন? জামা কাপড় কাচাকুচির জন্যও তো মিষ্টি জলের দরকার। জয়মলভাই হেসে উঠে বললেন, 'বাঙালিরা জল খায়।'

বাংলা জানেন?

জিজ্ঞাসা করতে বললেন, ধোলাভিরার পর্যটক বলতে তো কেবল সাদা চামড়ার ফরেনার আর বাঙালি। বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বাংলা শিখে গিয়েছি।

এরকম মরুভূমিতে তখনকার মানুষ এত বড় শহর গড়তে গেল কেন?

ধোলাভিরা দ্বীপে প্রস্তর যুগ থেকেই মানুষ বসবাস করত। পাথরের হাতিয়ারের অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। চারদিক অত্যধিক লোনা জলে বেষ্টিত দ্বীপে হিংস্র বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তাছাড়া পাঁচ হাজার বছর আগেকার ধোলাভিরার সঙ্গে একদিকে হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো, অন্যদিকে বন্দরনগরী লোথালের যোগাযোগ ছিল খুব সহজ।

জয়মলভাই আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন--- তিনটি স্তরে নগরের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উচু অংশে আপার টাউন, সেখানে নগরের শাসক শ্রেণিণ মানুষদের জন্য দুর্গ প্রাসাদ। মিডল টাউনে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রাজকর্মচারী ও পুরোহিতদের বাসস্থান। লোয়ার টাউনে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের ছোট ছোট কুটির। বিশাল দুর্গ প্রসাদকে ঘিরে মোট সতেরোটা জলাধারের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো আবার পরস্পরের সঙ্গে নালির মাধ্যমে যুক্ত।

ধোলাভিরায় প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে বিরাট এক প্রাচীর। পাথরের স্ল্যাব সাজিয়ে প্রাচীরের প্রতিটা দেওয়ালের দু'পাশ নির্মিত। আঠারো ফুট চওড়া দেওয়ালগুলোর মাঝখানটা রোদে শুকনো ইট দিয়ে ভরাট করা। প্রচণ্ড উত্তাপ যাতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা।

ধোলাভিরার ভগ্নস্তূপের মদেয একটা অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। শুধু ধোলাভিরাই বা বলি কেন, লোথালেও একই জিনিস দেখেছি। কেবলমাত্র ভিতটুকুই পাওয়া গেছে মাটির তলা থেকে। জয়মলভাইকে জিজ্ঞাসা করি দুর্গ প্রাসাদের দেওয়ালের কেবলমাত্র ভিতটুকুই রয়েছে? দেওয়ালের উপরের অংশ বা ছাদ কোনও ক্ষেত্রেই কি পাওয়া যায়নি?

জয়মলভাই পাথরের স্ল্যাবের কয়েকটা খণ্ড আমাদের দেখাল, স্ল্যাবের মধ্যে লম্বা খোদল করা। ওই খাঁজের মধ্যে কাঠের তক্তা বা বাঁশ আটকে দেওয়া হত। ছাঁদ তৈরি হত বেশ, বাঁশ ও খড় দিয়ে। পাঁচ হাজার বছর পর তাদের অসিত্ত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

পাথরের একটা ব্লকে আমাদের চোখ আটকে গেল। চমৎকার গোল দু'দিক আর ভিতরের অংশ অবতল মসৃণ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ইতিহাসের সেই সূচনাকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোনও রকম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই কেবলমাত্র ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পাথরের এই সুন্দর ব্লকগুলি নির্মাণ করেছিলেন। স্তম্ভ নির্মাণের জন্য এগুলো ব্যবহৃত হত।

নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞাসা করি, এগুলো যে বাইরে থেকে আনা হয়নি তার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেছে?

জয়মলভাই হাসি মুখে জবাব দেন,--- ওই পাহাড়ের উপর কারিগররা ওগুলো তৈরি করত। অনেক ভাঙা টুকরো পাওয়া গেছে ওখানে।

প্রাসাদের বাইরে জল নিয়ে যাবার চমৎকার ঢাকা একটা নর্দমা দেখালেন উনি। সাপের মতো আঁকাবাকা ভাবে নর্দমাটি নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে নোংরা আবর্জনা সমেত জল দ্রুত বের হতে যেতে পারে।

প্রাসাদ দুর্গে একটা বাথ টব দেখলাম। বাথটব না বলে একে শাওয়ার টবও বলা যেতে পারে। জয়মলভাই জানালেন সাড়ে চার ফুট গভীরতা পর্যন্ত শাওয়ার টবটিকে খোঁড়া হয়েছে। সরু নালিপথ জল এসে ঝরনার আকারে পড়ত নিচে বসা মানুষের মাথায়। কাছেই রয়েছে একটা বড় কূপ। সাড়ে এগারো মিটার গভীরতা পর্যন্ত কূপটিকে খোঁড়া হয়েছে। কুয়ো থেকে বলদের সাহায্যে কপিকল দিয়ে জল তুলে ঢালা হত ঢালু পাথরে, তারপর সেই জল নালিপথ ধরে চলে যেত শাওয়ার টবে। দড়ির ঘষায় পাথরের গায়ে একটা খাঁজ তৈরি হয়ে গেছে।

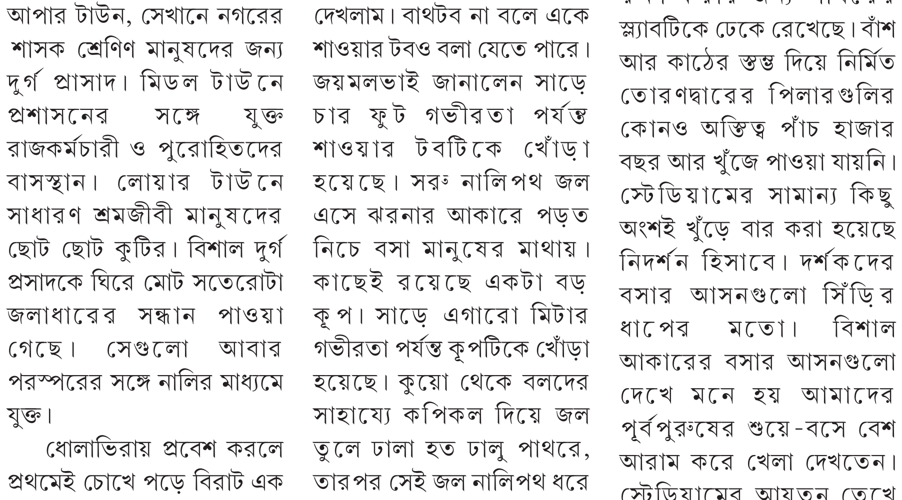

শাওয়ার টবেই পাশেই সে যুগের কুলার। চার মিটার গভীর সেই জল রাখার কুলারের দেওয়াল চকচকে পালিশ করার পাথরের তৈরি। জয়মলবাই বললেন, ওই পাথরের দেওয়াল আছে। মাঝখানটা মুলতানি মাটি দিয়ে ভরাট করা।

কুলারের গঠনপ্রণালী দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। সেই ধূসর অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাপ সঞ্চালের নিয়মকানুনের সঙ্গে ভালো রকমই পরিচিত ছিলেন। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়, কুলারের নিচে একটা ছোট্ট চৌবাচ্চা। জল যখন খুব কমে আসে তখন সেই সামান্য জল জমা হত ওই চৌবাচ্চার মধ্যে। চৌবাচ্চার ধাপগুলো আবার ক্ষয়ে গেছে। সে যুগের মানুষদের পাত্র ডুবিয়ে জল তোলার চিহ্ন। বেশ বোঝা যায় জল সংরক্ষণের ব্যাপারটা ওদের ভীষণ রকমই চিন্তিত রেখেছিল।

ধোলাভিরার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বিরাট এক স্টেডিয়াম। আপার টাউন সংলগ্ন স্টেডিয়ামের একটা প্রবেশ পথ ছিল প্রধান প্রসাদ থেকে। আর সেই প্রবেশপথ ছিল তিন মিটার লম্বা বিরাট এক সাইনবোর্ড। সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম সাইনবোর্ড। হরপ্পা সভ্যতার লিপি আবিষ্কদ্ধার না হওয়ায় পড়া যায়নি সাইনবোর্ডের ভাষা। প্রত্নতত্তব বিভাগ রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পাথরের স্ল্যাবটিকে ঢেকে রেখেছে। বাঁশ আর কাঠের স্তম্ভ দিয়ে নির্মিত তোরণদ্বারের পিলারগুলির কোনও অস্তিত্ব পাঁচ হাজার বছর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্টেডিয়ামের সামান্য কিছু অংশই খুঁড়ে বার করা হয়েছে নিদর্শন হিসাবে। দর্শকদের বসার আসনগুলো সিঁড়ির ধাপের মতো। বিশাল আকারের বসার আসনগুলো দেখে মনে হয় আমাদের পূর্বপুরুষের শুয়ে-বসে বেশ আরাম করে খেলা দেখতেন। স্টেডিয়ামের আয়তন তেখে ঐতিহাসিকরা মনে করেন প্রায় দশ হাজার মানুষ এখানে বসে খেলা দেখতে পারত। জয়মলভাই-এর বর্ণনা শুনে মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে শহরে কত মানুষ বসবাস করত? স্টেডিয়ামের খেলার মাঠ মাটি চাপা পড়ে আছে, সেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা চাষ করছে। সরকার এখনও সব জমি অধিগ্রহণ করতে পারেনি।

ধোলাভিরার আর একটা বৈশিষ্ট বেশ চমকপ্রদ লাগল। হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নগর একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সেই ধ্বংসস্তূপের উপরই নতুন নগরের পরিকল্পনা করা হত। চলনপথের উপরই ঘর বানানো হয়েছে। প্রাসাদের মধ্যেই ওই রাস্তা ছিল আগের প্রজন্মের। প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে মাটি চাপা পড়ে গেলে উত্তর প্রজন্ম তার উপরেই নতুন প্রাসাদা নির্মাণ করেছে। দুটো স্তম্ভ এমন জায়গায় পাওয়া গেছে যেখানে স্তম্ভ নির্মাণের কোনও যৌক্তিকতা ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন মাটি খুড়ে পাওয়া পূর্বপুরুষদের নির্মিত স্তম্ভকে সংরক্ষিত করেছিল সেদিনের মানুষ।

ধোলাভিরার আপার টাউনের কয়েকটা ঘর আধুনিক তাবুর মতো। গোল কুটিরের ঠিক মাঝখানে একটা কাঠের দণ্ড ছিল। দণ্ডটি দৃঢ়ভাবে আটকানোর জন্য গোল পাথরের ভিত্তির ঠিক মাঝখানে একটা ছোট গর্ত। ধ্বংসস্তূপ দেখতে দেখতে কেবলই একটা মনে হচ্ছিল, এতবড় নগর নির্মাণ করা হয়েছিল। জল সংরক্ষণের জন্য ছিল এত উন্নত ব্যবস্থা, তবুও সবকিছু কীভাবে ধ্বংস হয়ে গেল! জয়মলভাই এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। প্রাকৃতি দুর্যোগ বলে ইতিহাস দায় সেরেছে। কোনও আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মনে হয় না, কেননা প্রাসাদ, বাড়িঘর, কুয়ো, স্টেডিয়াম আজও অটুট রয়েছে। হয়তো প্রকৃতি ধীরে ধীরে এতটাই বিরূপ হয়ে পড়েছিল যে মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল সমগ্র অঞ্চল।

হরপ্পা মহেঞ্জোদড়েকে মনে করা হয় সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুই নগর। পাকিস্তানে অবস্থিত ওই দুই নগর ধ্বংসাবশেষ দেখার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। লোথাল দেখেছি। লোথালে প্রবেশ করলে আন্দাজ করা যায় ওই বন্দর নগরীর আয়তন, কিন্তু ধোলাভিরা তো অনেক বিশাল। আপার টাউন আর মিডল টাউনের সামান্য কিছু অংশই কেবল খুঁজে ব্যার করা হয়েছে। উঁচু একটা ঢিবির দিকে আঙুল দেখিয়ে গাইড বলল, ওখানে ছিল গোরস্থান। ৭৭১ মিটার লম্বা, ৬১৬.৮০ মিটার চওড়া প্রাচীর বেষ্টিত এই নগর নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু ধোলাভিরা দ্বীপটিতে ঘুরবার সময় মনে হয়েছে প্রতিটা উচু ঢিবির তলাতেই লুকিয়ে আছে অতীতের ইতিহাস। সাধারণ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার খোঁজে ছড়িয়ে পড়েছি সমস্ত দ্বীপটাতেই। এখনও অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে মাটির নিচে, ইতিহাস যার খোঁজ পায়নি।

ব্রিটিশ শাসনের যুগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন মহেঞ্জোদড়ো, পরপরই হরপ্পাও আলোর মুখ দেখেছিল। প্রথম আবিষ্কারের উত্তেজনা আর ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিন্ধু সভ্যতার নির্দশন হিসাবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা প্রতিটি ভারতীয়রই কাছেই পরিচিত হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা প্রতিটি ভারতীয়রই কাছেই পরিচিত হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো। অন্যদিকে নিতান্ত অখ্যাত এক পিওন শম্ভুদান গধাবি চিঠি বিলি করতে এসে ধোলাভিরার একটা ঢিবিতে সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি শিলমোহনর আবিষ্কদ্ধার করেন। তারই সূত্র ধরে ১৯৬৭ সাল থেকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে। ২০০৫ সাল থেকে খননকার্য আবার বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক মহলে ধোলাভিরা কি তার প্রাপ্য মর্যাদা পেয়েছে? সারা ভারতের কথা ছেড়েই দিলাম, গুজরাটের সাধারণ মানুষও ওয়াকিবহাল নয় ধোলাভিরার গুরুত্ব সম্পর্কে। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো নগরের এই ধ্বংসাবশেষ যে আমাদের কত গর্বের উত্তরাধিকার তার কোনও পরিচয় নেই আমাদের পাঠ্যপুস্তকে।

ধোলাভিরা প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ দেখে চললাম দ্বীপের অন্য ধারে। সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা। দু'পাশের বোঝাপড়া কখনও ঘন হয়ে কাছে চলে আসছে। মাঝে মধ্যে উঁচু টিলার উপর দু-চারজন সেনাবাহিনীর লোক টহল দিচ্ছে। গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম আরও কিছুটা দূরে। উঁচু নিচু রুক্ষ জমি, চাষবাস তেমন হয় না। মাটিও অত্যধিক লোনা। দু'পাশের টাঁড় জমি, পাথর, শক্ত লালমাটি আর বুনো বোপঝাড় দেখতে দেখতে মন অবশ হয়ে পড়ছে, তখনই দেখলাম দ্বীপটা হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল। সামনে আরব সাগরের জল। দীর্ঘ দশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গাড়ি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলে কচ্ছের গ্রেট রণের ধারে। সামনে প্রশস্ত সাদা চর, তার ওপাশে ঘন টলটলে জল। চোখে দেখেই অনুভব করা যায় জল এখানে অত্যধিক ঘন। কিছুটা দূরে আর একটা দ্বীপ। ওপাশে বিস্তৃত একট উঁচু ভূখণ্ডের পিছনে সূর্য চলেছে অস্তাচলে। সিপিয়া, বাদামি, ধূসর রঙের দ্বীপ, তার ওপারে গাঢ় কমলা-লাল রঙের সূর্য নেমে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে। আলোয় ছটায় জলে যেন আগুন ধরে গেছে। সাদা জল, লবণভূমি সব মিলেমিশে একাকার। কয়েটা দলছুট ফ্লেমিংগো এখনও চরে বেড়াচ্ছে। পাঁচ হাজার বছর ধরে ধোলাভিরার পরিস্থিতি একই রকম রয়ে গেছে।

(সৌজন্যে ঃ সাঃ বঃ)

**পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির আহবান**

# রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানে এশিয়ার সংসদ সদস্যবৃন্দকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে

**মনির হোসেন, ঢাকা, ২০ এপ্রিল।।** বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধানে এশিয়ার সংসদ সদস্যদের জোরালো ভূমিকা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শুক্রবার রাশিয়া ফেডারেশনের নারান-মার-এ এশিয়ান পার্লামেন্টারী এসেম্বলী'র 'স্টান্ডিং কমিটি অন ইকনমিক এন্ড সাসটেইনেবল ডেভোলপমেন্ট'-শীর্ষক সভায় এক অনির্ধারিত আলোচনায় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫ দফা প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে আবুল কালাম আজাদ বলেন, বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য অন্যতম প্রধান সমস্যা। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। তাদের যথাযথ খাবার, বাসস্থান, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও এক স্থায়ী সমাধানে এশিয়ার সংসদ সদস্যবৃন্দকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

সভায় তিনি ৪ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। এসময় চীন, তুরস্ক ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের প্রধানরা বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন। সভায় বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন ও তুরস্কসহ ২৩টি দেশের ১শ' জন প্রতিনিধি অংশ নেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন এশিয়ান পার্লামেন্টারী এসেম্বলীর (এপিএ) ভাইস প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার এলেক্সি লেমচেস্কো। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য নূরুন্নবী চৌধুরী এমপি ও সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি সভায় অংশ নেন।

আজ শনিবার ২০ এপ্রিল সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনেও বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এসডিজি অর্জনে জ্বালানী নিরাপত্তা খুবই গুরত্বপূর্ণ বিষয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ টেকসই লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

সভায় এশিয়ান ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি মার্কেট, পরিবেশ, ইকোনমিক গ্রোথ, এসডিজি বাস্তবায়ন, পানিসম্পদ, দারিদ্র দূরীকরণ এবং গ্রীন ফান্ডিংসহ ৮টি রেজুশনের উপর আলোচনা ও সংশোধনী আনা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান আবুল কালাম আজাদ এমপি এনার্জি, পরিবেশ, এসডিজি এবং গ্রীন ফান্ডিংসহ অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলে সর্ব সম্মতিক্রমে সেগুলো গৃহীত হয়।

# বাংলাদেশের কারাগারে ৪৯৫ জন বিদেশি বন্দী রয়েছেন ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২০ এপ্রিল।।** বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন, বিভিন্ন দেশের ৪৯৫ জন এখন বাংলাদেশের কারাগারে বন্দী রয়েছেন। পাচার হয়ে বাংলাদেশে এসে তাদের অনেকেই সাজা খাটছেন। তবে এদের মধ্যে ৮৬ জনের সাজার মেয়াদ শেষ হলেও কোনো দেশ তাদেরকে নিতে রাজি হয়নি। ফলে তারা বাংলাদেশের কারাগারে রয়ে গেছেন। বিভিন্নভাবে প্রলোভনের মুখে পাচার হয়ে বাংলাদেশে এসে কারাগারে ঠাঁই হয়েছে এদের।

আজ শনিবার দুপুরে 'কমব্যাটিং ট্রাফিকিং: রিপ্যাট্রিয়েশন অব ভিকটিমস অব ট্রাফিকিং' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব তথ্য জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সোনারগাঁও হোটেলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই সেমিনারের আয়োজন করে।

বাংলাদেশের নাগরিকরাও বিভিন্ন দেশের কারাগারে আটক রয়েছেন তবে এই প্রবণতা এখন কমে আসছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা এখন একটি ভালো জায়গায় রয়েছি। অনেকে এখন বাংলাদেশে আসছে ভাগ্য বদলানোর জন্য। প্রলোভনে পড়ে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া মানুষের সংখ্যা এখন অনেক কমেছে।

রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকেই রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক বাংলাদেশ পাঠানো হচ্ছে। ২০১৫ সালে নৌকা দিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য যারা চেষ্টা করেছিলেন তাদের বেশিরভাগই ছিলেন রোহিঙ্গা। এখনো যারা নৌপথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের ৮০ ভাগই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর।

ভারতে যাবজ্জীবন দণ্ডিত বাদল ফারাজিকে বাংলাদেশে আনা হলেও তিনি এখনও কারাবন্দী রয়েছেন। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিচারাধীন বা দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী বাদলকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গত বছরের জুলাই মাসে দেশে আনার আগে তিনি খুন ও ডাকাতির অভিযোগে দিল্লির তিহার জেলে ১০ বছর সাজা ভোগ করেছেন। তবে যে অপরাধে তার এই দণ্ড, সেই অপরাধ তিনি নাকি করেননি। মিথ্যা মামলায় তাকে ফাঁসানোর অভিযোগ ছিল। কিন্তু আদালতে তা প্রমাণিত হয়নি।

তার সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাদল ফারাজির বিষয়টি নিয়ে একটি জটিলতা রয়েছে। তার মুক্তির এখন একটাই পথ খোলা রয়েছে। রাষ্ট্রপতি ক্ষমা ঘোষণা করলে তিনি মুক্তি পাবেন। কখনো যদি সে সুযোগ আসে, রাষ্ট্রপতি যদি তাকে ক্ষমা করেন তাহলে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আইএনপিটি সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা। নিজস্ব ছবি।

## রাজনৈতিক স্মরণসভায় বিস্ফোরণ কাবুলে, আতঙ্ক

**কাবুল, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** ফের বিস্ফোরণ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। শনিবার কাবুলে একের পর এক গুলি চালানোর ঘটনার পর ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের জোরালো শব্দে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। শহিরের প্রধান হস্টেল এবং কমিউনিকেশন মিনিস্ট্রির কাছে ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই বিস্ফোরণে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত ৭ মার্চ কাবুলে রাজনৈতিক স্মরণসভা চলাকালীন জোরালো বিস্ফোরণ হয়। কমপক্ষে ১৪ জন আহত হয়। আহতের মধ্যে রয়েছেন আবদুল লতিফ পেডরাম। যিনি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, হেজব-ই-ওয়াদাত দলের নেতা আবদুল আলি মাজারির ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দলের নেতারা জড়ো হন। উপস্থিত ছিলেন দলের শীর্ষ নেতারা যথা আবদুল্লা আবদুল্লা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, প্রাক্তন এনএসএ হানিফ আতমার, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়নুস কানুনি, ভারপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী শালহদুদ্দিন রব্বানি প্রমুখ। এদের মধ্যে কেউ আহত হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। ১৯৯৫ সালে তালিবানের হাতে মৃত্যু হয় মাজারির। প্রতিবছর এই দিনটিতে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

# ২০১৪ সাল ছিল মোদীর জয়যাত্রা, কিন্তু ২০১৯ তাঁর জন্য 'শ্মশানযাত্রা', বললেন আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ

**গুয়াহাটি, ২০ এপ্রিল (হি. স.)।।** এবারের নির্বাচন আমাদের জন্য ভয়ংকর যুদ্ধ, অগ্নিপরীক্ষা। আমাদের এই যুদ্ধ হচ্ছে অসমিয়াদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। বলেছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ।

গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গগৈ বলেন, '২০১৪ সালের নির্বাচন ছিল মোদীর জয়যাত্রা, কিন্তু এবার ২০১৯ সাল হবে তাঁর শ্মশানযাত্রা।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের দাবি ২০১৪ সালে মোদী যে জনপ্রিয়তা ছিল, ২০১৯ সালে তা তলানিতে এসে ঠেকেছে, গতবারের সেই জনপ্রিয়তা এবার নেই। ধনবল প্রয়োগ করে, সাম্প্রদায়িক পরিবেশের সৃষ্টি করে বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসতে চাইছে, অভিযোগ তাঁর।

বিজেপির সমালোচনা করে গগৈ আরও বলেন, বরপেটা, ধুবড়িতে গেলে পাকিস্তান বলে মনে হয় বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দাসের। এ ধরনের বক্তব্য সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ বিনষ্টের জন্য যথেষ্ট। তাই এ ধরনের দলকে পরাস্ত করতে রাজ্যের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনতাকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়েছেন তরুণ গগৈ।

তিনি বলেন, বিজেপি একদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিজেপিকে ভোট না দিলে মুসলমানদের ক্ষমা করবেন না আল্লা।

এ কেমন কথা? প্রশ্ন তুলে তরুণ গগৈ বলেন, তা-হলে এখন মুখ্যমন্ত্রী আল্লার নাম বিক্রি করে ভোট চাইছেন? বিজেপি যে ধর্মের নামে রাজনীতি করা তা মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তায় প্রমাণ করে বলেও মন্তব্য করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

এচাড়া বিজেপি বহুক্ষেত্রে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন গগৈ। এ-সবের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দাখিল করার হুমকি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ।

## ঝড়ে বিধ্বস্ত মাইবাঙের নিউ ডুখালিং গ্রামে নন্দিতা গারলোসা, দিলেন ত্রাণ সামগ্রী

**হাফলং (অসম), ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** কালবৈশাখীর তাণ্ডবে মাইবাং মহকুমার নিউ ডুখালিং গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা এবং রাতের প্রবল ঝড় তুফান ও বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত নিউ ডুখালিং গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে আজ শনিবার ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম নন্দিতা গারলোসা।

শুক্রবার সন্ধ্যা এবং রাতের দিকে প্রচণ্ড বেগে ঝড় তুফান বয়ে যায় মাইবাং মহকুমার ওপর দিয়ে। এই প্রবল ঝড়ে ওই গ্রামের বহু বাড়ি ভূপতিত হওয়ার পাশাপাশি অনেকের বাড়িঘরের টিনের ছাদ উড়ে গেছে। কালবৈশাখীর এই ঝড়ো তাণ্ডবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সন্মুখীন হয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। গৃহহারা হয়ে পড়েছেন অনেকে। বহু গাছগাছালিও তছনছ হয়ে গেছে।

শনিবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম নন্দিতা গারলোসা তুফান ও ঝড়ে বিপর্যস্ত নিউ ডুখালিং গ্রাম পরিদর্শন করেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি যে সব গ্রামবাসীর টিনের চালা উড়ে গেছে বা বাড়িঘর ভূপতিত হয়েছে তাঁদের নতুন করে ঘর নির্মাণ করার জন্য টিন-সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করেছেন নন্দিতা গারলোসা।

## এনআরসি চালু হলেই দেশ উন্নত হবে স্বরূপনগরে বললেন শান্তনু ঠাকুর

**বসিরহাট, ২০ এপ্রিল (হি.স)।।** 'জাতীয় পঞ্জীকরন করা হলে তবেই বোঝা যাবে আমাদের ভারতবর্ষের সঠিক জনসংখ্যা। আর তখনই সঠিক উন্নয়নের সুফল বুঝতে পারবেন ভারতবাসীরা। সে কারণেই এনআরসির প্রয়োজন আছে ভারতবর্ষে। এনআরসি না হলে দেশ উন্নত হবে না'। শনিবার স্বরূপনগরে প্রচার এর ফাঁকে এনআরসির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এভাবেই মন্তব্য করেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

শনিবার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত -ছয়ের পাতায় দেখুন

# তারেক রহমানসহ জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে সরকার আদালতকে ব্যবহার করছে ঃ অভিযোগ রুহুল কবির রিজভীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২০ এপ্রিল।।** বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানসহ জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে সরকার আদালতকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

শনিবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। রিজভী বলেন, তারেক রহমানকে বিনাশ ও তার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করার জন্য হেন কাজ নেই যা এ জনভিত্তিহীন সরকার করছে না। একদিকে তারা তাদের অনুগত কিছু 'পেইড মিডিয়া' দিয়ে জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে 'হাইপার প্রোপাগান্ডা' চালাচ্ছে, অন্যদিকে আদালতকে ব্যবহার করছে।

তিনি বলেন, সরকার দেশের আদালত ব্যবহার করে তারেক ও তার স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমানের নামে যুক্তরাজ্যের একটি ব্যাংকে থাকা তিনটি হিসাব জব্দের আদেশ করিয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। সরকারের নির্দেশে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ওই আদেশ দিয়েছেন বলেও জানা গেছে। মিথ্যা ও সাজানো মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কারাবন্দি করে রাখা হয়েছে। বিএনপিকে চাপে রাখতে সরকার দুদককে দিয়ে একটি কাল্পনিক ও মিথ্যা আবেদনের মাধ্যমে আদালতকে দিয়ে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এ আদেশ করিয়েছে। এটি একটি আষাঢ়ে গল্প।

তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি যেভাবে সুসংগঠিত হচ্ছে, সাংগঠনিক শক্তি বাড়ছে তাতে ক্ষমতাসীন সরকার ভীত হয়ে পড়েছে দাবি করে রিজভী বলেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশে তারেক রহমানের নামে কাল্পনিক মিথ্যা অভিযোগ সামনে এনেছে তারা।

সাধারণত রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে অনেক সময় সরকার ধীরে ধীরে মানুষের কাছ থেকে হারিয়ে যায় বা তাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর থেকে জনগণের আস্থা-বিশ্বাস অর্জন করেছে, জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে-শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) আওয়ামী লীগের যৌথসভায় দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, দেশে একটা প্রবাদ আছে এক কান কাটলে হাঁটে জঙ্গল দিয়ে। দুই কান কাটলে হাঁটে সবার সামনে দিয়ে। কারণ তখন তার লজ্জা-শরম থাকে না। প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার এহেন বক্তব্যে গোরস্থানের লাশও খিলখিল করে হেসে উঠবে। মিডনাইট সরকারের লোকদেরও এখন লজ্জা-শরম নেই। তাদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার করতে লজ্জাবোধ হয় না।

# ফখরুল-জাফরুল্লাহসহ চারজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

**ঢাকা ২০ এপ্রিল (হি. স.)।।** কিশোরগঞ্জে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ চারজনের নামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। অন্য আসামিরা হলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেলোয়ার হোসেন।

কিশোরগঞ্জের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং ৩ এ ১২৪ (ক) দন্ডবিধিতে মামলার অভিযোগ দায়ের করেন বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের ধর্ম বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও জয় বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলিগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভাপতি আকরাম হোসেন বাদল। তিনি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার ভূনা করগাঁও গ্রামের মৃত তোতা মিয়ার ছেলে। বিচারক মুহাম্মদ আবদুন নূর মামলাটি আমলে নিয়ে পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা একে অপরের সহযোগিতা ও প্ররোচণায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষতি সাধন করে আসছেন। গত ১ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং ৪ এপ্রিল রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মির্জা ফখরুল ইসলাম প্রকাশ্যে রাজপথে শ্লোগানের মাধ্যমে আগুন জ্বলছে আরও জ্বলবে এবং ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটানোর হুমকি দেন। আসামিরা একে অপরের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আগুন নিয়ে শ্লোগান দেন। সরকার পুনরায় নির্বাচন না দিলে দেশের বিভিন্ন স্থানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেশ ধ্বংস করে বর্তমান সরকারের পতন ঘটানোরও হুমকি দেন তারা।

মামলার অভিযোগে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, চকরিয়া, সিলেট উপশহর, রাজধানীর চলন্ত বাসে আগুন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকার কাওরান বাজার, বারিধারা, খিলগাঁও বাজার এবং পাকুন্দিয়া উপজেলার মঠখোলা বটতলা মোড়ে আগুন জ্বলছে। এতে জনমনে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তরে আতংকের সৃষ্টি হয়। পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন, আমি মামলার বিষয়টি শুনেছি। তবে এখনো অফিসিয়ালি কোন আদেশ পাইনি।

**পরিবর্তীত সূচী অনুযায়ী**

**সমস্ত সরকারী ও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য**

**গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা শিবির**

- তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২৫শে এপ্রিল থেকে ৮ই মে, ২০১৯ পর্যন্ত এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে।
- সময় : সকাল ৭:৩০ মি: থেকে ১০:৩০মি পর্যন্ত।
- প্রতিদিনের নির্ঘন্ট:
  - ৭:৩০ মি - ৮:৩০ মি - ভাষা শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি
  - ৮:৩০ মি - ৯:৩০ মি - গণিত বিষয়ে বুনিয়াদী উৎকর্ষ বৃদ্ধি।
  - ৯:৩০ মি - ১০:৩০ মি - সৃজনশীল কর্মকান্ড।
- শিক্ষা শিবিরের শেষদিনে সমস্ত অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকারা শিবিরের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করবেন।
- সমস্ত অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে পাঠরত আপনার সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ সুনিশ্চিত করে এই মহতী উদ্যোগকে সাফল্য মন্ডিত করুন।

20.4.19

ICA/D-069/2019-20

রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা
সমগ্র শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা

# গুজব না ছড়িয়ে স্বামীকে খুঁজতে সহায়তা করুন বিশেষ অনুরোধ নিখোঁজ নির্বাচনী অফিসারের স্ত্রীর

**কলকাতা, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগেই রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন নদিয়ায় ইভিএম ও ভিভিপ্যাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল নির্বাচনী অফিসার অর্ণব রায়। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে শেষবারের জন্য তাঁকে দেখা গিয়েছিল কৃষ্ণনগরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে। স্ত্রীর সঙ্গেও শেষ কথা হয় ওই দুপুরেই। শনিবার সকাল পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। অর্ণবের বাড়ি আসানসোলের রবীন্দ্রনগর এলাকায়। তাঁর উধাও হয়ে যাওয়ার খবর শুনে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁর বাবা হারাধন রায় ও মা সুলেখা। উদ্বিগ্ন স্ত্রী অনীশা যশও। অনীশা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) পদমর্যাদার এক অফিসার। অর্ণব রায়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় অর্ণবের স্ত্রী অনীশার বিশেষ অনুরোধ, "গুজব না ছড়িয়ে স্বামীকে খুঁজতে সহায়তা করুন।"

অভিযোগ উঠছে, প্রশাসনিক কর্তার ধমকের কারণেই অর্ণব রায় নামে ওই নোডাল নির্বাচনী অফিসার নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। যদিও, এই অভিযোগ মানতে নারাজ নদিয়ার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকেও জানানো হয়েছে, ঘটনার পিছনে ভোট সংক্রান্ত কোনও বিষয় নেই, কোনও ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। এরপরেই অর্ণববাবু কবে এবং কীভাবে নিখোঁজ হন, শুক্রবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে তা লিখে অনীশা জানিয়েছেন, "উনি মানসিকভাবে পুরো সুস্থ ছিলেন। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কও অত্যন্ত ভাল এবং আন্তরিক। যে কোনও পরিস্থিতিতে ওঁকে খুঁজে বার করা আমার প্রধান লক্ষ্য। এই মুহূর্তে আর কিছু আমার চাওয়ার নেই।ঙ্র' সাংবাদিকদের কাছে অনীশা আবেদন করেছেন, "এই অবস্থায় গুজব না ছড়িয়ে যে ভাবে হোক ওঁকে খুঁজে বার করার চেষ্টা সবাইকে করতে হবে। এই আবেদন করে তা ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন করেছেন অনীশা।

গত বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে নিখোঁজ অর্ণববাবু। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। শনিবার সকাল পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মেলেনি। তাঁর দু'টি মোবাইলও বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বন্ধ। কৃষ্ণনগরে ইভিএমের দায়িত্বে অর্ণববাবুর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে শোরগোল ছড়িয়েছে। চলছে নানা জল্পনা। প্রসঙ্গত, আগামী ২৯ জুলাই নদিয়ার দুই লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগর ও রানাঘাটে ভোট। শনিবার তৃণমূলের হয়ে প্রচারে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনের সপ্তাহে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। প্রস্তুতি তুঙ্গে। তার মধ্যে এ রকম একটি ঘটনায় চাপে পড়ে গিয়েছে জেলার পুলিশ-প্রশাসন।

শনিবার অম্পিতে সমর্থকদের সাথে কথা বলছেন পশ্চিম আসনের বিজেপি প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক। নিজস্ব ছবি।

# জঙ্গিদের মূল মাথা মেজর জিয়াকে ধরতে সারাদেশে সাঁড়াশি অভিযান চলছে

**ঢাকা, ২০ এপ্রিল (হি. স.)।।** চলতি মাসে আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে আনসারউল্লাহ বাংলাটিম নামের জঙ্গি সংগঠনের 'মূল মাথা' সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত মেজর জিয়ার (সৈয়দ জিয়াউল হক) বিরুদ্ধে। এক ডজনের বেশি প্রগতিশীল লেখক, ব্লগার হত্যাকান্ডের হুকুমদাতা বিশ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষিত মোস্ট ওয়ান্টেড এই জঙ্গি নেতাকে ধরতে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক প্রগতিশীল লেখক, ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় আদালতে যে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে তাতে পলাতক আসামি দেখানো হয়েছে মেজর জিয়াকে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে জঙ্গি সংগঠনের 'মুল মাথা' মেজর জিয়াকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে। পুলিশ সদর দফতর সূত্র জানায়, পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট যেসব প্রগতিশীল লেখক ও ব্লগার হত্যাকান্ডের মামলার তদন্ত করছে তাতে প্রায় এক ডজন মামলার আসামি মেজর জিয়া। জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধানেরও দায়িত্বে আছেন তিনি। জঙ্গি সংগঠনের এই 'মূল মাথা' নিজে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ এবং সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ থাকায় কিলিং অপারেশন যারা চালাবে সেই সব জঙ্গিদের দেশের বিভিন্ন গোপন শিবিরে প্রশিক্ষণ দেন। তার সন্ধানে পুলিশ, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব), পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট, গোয়েন্দা সংস্থা একযোগে দেশব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করছে। সম্প্রতি সাভারের এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে দুই দিন অবস্থান করেন তিনি। সেখানে অবস্থানের সংবাদ পেয়ে পুলিশ সাভারের ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে। কিন্তু অত্যন্ত কৌশলী মেজর জিয়া তার আগেই সেখান থেকে পালিয়ে যান।

পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট সূত্রে জানা গেছে, আনসার আল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এক সদস্য আবু সিদ্দিক সোহেলের গ্রেফতার হওয়ার পর আদালতে যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে তাতে উল্লেখ করেছে, ঙ্র'২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে মেজর জিয়া এক বার্তার মাধ্যমে আমাকে 'বেসিক দাওরা কোর্স' করার নির্দেশ দেন। সেই মাসেই তার নির্দেশ মতো আমি একদিন বিমানবন্দরের কাছে হাজী ক্যাম্পের সামনে গেলে আবীর ভাই (আরেক জঙ্গি নেতা) আমাকে সেখান থেকে দক্ষিণখানের একটি বাসায় নিয়ে যান। সেখানে আমি, সায়মন ওরফে শাহরিয়ার, তালহা, হাবিব ওরফে মাসর'র দাওরা প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণ দেন বড় ভাই মেজর জিয়া এবং আবীর ভাই। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল, বাসা ভাড়া নেবার কৌশল, বাসায় বসবাসের নিয়ম, নিরাপত্তা কৌশল, কম্পিউটার চালনাসহ ইসলামি শিক্ষা।ঙ্র' আনসার আল ইসলাম সদস্যদের ঢাকার অভিজাত এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর স্থানে রেকি করারও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তবে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন সদস্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ এবং সংগঠিত হওয়ার দিকেই তাদের মনোযোগ বেশি। পুলিশের কাউন্টার টেররিজম এ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের এক কর্মকর্তা বলেন, গ্রেফতার হওয়া আবু সোহেল সিদ্দিক জিজ্ঞাসাবাদে আরও বলেছে, তাদের 'বড় ভাই' মেজর জিয়া সংগঠনের সব সদস্যের সঙ্গে গোপন এ্যাপসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকেন। এমনকি প্রত্যেক সদস্যকে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেই এ্যাপসে হাজিরা দিতে হয়। এতে কারও ব্যত্যয় হলে প্রথমেই ধরে নেয়া হয়- আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাকে ধরে থাকতে পারে। তখন প্রাথমিকভাবে তার সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে ইন্টেল গ্রুপ গোপনে তার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে থাকে। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার পরই আবার তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাদের বড় ভাই জিয়াও প্রতিটি মুভমেন্টের আগে নিরাপত্তার বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হয়েই কোথাও যাতায়াত করে থাকে। এ কারণে আনসার আল ইসলামের সদস্যরা ধরা পড়ে না, যদিও ধরা পড়ে তবে অন্য সদস্যদের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য দিতে পারে না। আর এ জন্যই জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের 'মূল মাথা' বড় ভাই মেজর জিয়া যতদিন পর্যন্ত গ্রেফতার না হবে ততদিন পর্যন্ত জঙ্গি সংগঠনটির তৎপরতা বন্ধ করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়েই থাকবে। গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১১ ডিসেম্বর এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের চেষ্টা করার পর সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আত্মগোপনে যান মেজর জিয়া। আত্মগোপনে থেকে জিয়া আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) আধ্যাত্মিক নেতা শাইখ জসিমউদ্দিন রাহমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জসিমউদ্দিন রাহমানী গ্রেফতার হয়ে কারাগারে গেলে মেজর জিয়া আনসারউল্লাহ বাংলা টিম প্রধানের দায়িত্ব নেন। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে মুক্তমনা ব্লগার হত্যার মিশন নিয়ে মাঠে নামেন। যারা ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করে তাদের বেছে বেছে হত্যা করার নির্দেশ দেন তিনি। তার পরিকল্পনার ধরন হচ্ছে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় দুটি জঙ্গি সংগঠনের একটি আনসার আল ইসলাম, যার শীর্ষ নেতা বহিষ্কৃত মেজর জিয়াকে ধরতে পারা পুলিশের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেজর জিয়ার নেতৃত্বেই এখন আনসার আল ইসলাম সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করা পুলিশ কর্মকর্তারা মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আনসার আল ইসলাম এবং মেজর জিয়াই বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্য জিয়াকে ধরা তাদের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

# স্বামী ধনঞ্জয় দাস কঠিয়া বাবা স্কুলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** আগরতলায় স্বামী ধনঞ্জয় দাস কঠিয়া বাবা স্কুলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন রাণা প্রতাপ নাথ ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি। তিনি অভিযোগ করেছেন, ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ রি-এনরোলমেন্টের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। এই বিষয়ে তিনি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে দপ্তরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে ঐশ্বর্য্য ঘোষ নামে এক ব্যক্তি অভিযোগকারী রাণা প্রতাপ নাথ ভৌমিকের মোবাইলে কল করেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রীভৌমিকের সাথে যোগাযোগে করার চেষ্টা করে। কোন কিছুতে সাড়া দেননি শ্রীভৌমিক। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় রয়েছেন রাণা প্রতাপ নাথ ভৌমিক। তাই তিনি পূর্ব আগরতলা থানায় গোটা বিষয়টি জানিয়ে এফআইআর দায়ের করেছেন।

## অভিষেকের

দুয়ের পাতার পর।। বলছে টাকা নেই, কিন্তু সেই মোদী নিজের প্রচার এর জন্য দশ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে, গুজরাটের মূর্তি স্থাপন করতে তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। মানুষের সর্বনাশ করে জয় শ্রী রামের নামে এরা ফূর্তি করছে। গরু বাঁচানোর জন্য নরেন্দ্র মোদীর সরকার খরচ করছে সাড়ে সাতশো কোটি টাকা। আর বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-তে সারাদেশে খরচ করছে একশো কোটি টাকা। মনে রাখবে ২০১৪ সালে যে গরু তোমাদের দুধ দিয়েছিল, সেই গরুই গোবর লেপে দেবে তোমাদের মুখে। মমতা ব্যানার্জি কন্যাশ্রীতে ষাট হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। এখন মুসলমানদের জন্য কিছু করলে তুমি বলছো তোষণ, হিন্দুদের জন্য কিছু করলে মামলা করে দিচ্ছ। তুমি করলে চমৎকার, আমি করলে বলাৎকার। সীতাকে অপহরণ করতে সাধুর বেসে এসেছিল রাবণ, আর আমাদের দেশকে ধ্বংস করতে চোরেরা এসেছে চৌকিদারের বেশে। তোমরা এখন যত ইডি সিবিআই দেখাবে ততো গোল্লায় যাবে। কার বাড়িতে কি তরকারি কোথায় রাখা রয়েছে তার খবর প্রধানমন্ত্রীর কাছে আছে। অথচ কাশ্মীরে নাকের ডগার উপর দিয়ে সাড়ে তিনশো কেজি বিস্ফোরক দিয়ে ৪২ জন সেনা কে মেরে ফেললো তার খবর নেই চৌকিদার এর কাছে। যত সন্ত্রাস হামলা সেনার মৃত্যু বেশি হয়েছে বিজেপির আমলে। এই ধরনের সাম্প্রদায়িকদের বিরুদ্ধে এইবার একটা চরম সুযোগ এসেছে তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে তার গদি কেড়ে নেওয়ার। বিভাজনের রাজনীতি করায় লোকগুলোকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেবেন না। এরা যত হারবে দ্রব্যমূল্য তত কমবে।

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## কমিশন

● প্রথম পাতার পর

যোগ করেন, ওইদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সাথে এটিটিএফ সুপ্রিমো রঞ্জিৎ দেববর্মাও ছিলেন। তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশনে ভিডিও ফুটেজ সহ অভিযোগ জমা দেওয়া সত্বেও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং রঞ্জিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে এখনো কোন পদক্ষেপ নেয়নি কমিশন। শুধু তাই নয়, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ হওয়ার পেছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে, তাও কমিশনে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ দিয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু, কমিশন এসমস্ত বিষয় আমল দিচ্ছে না, অভিযোগ করেন নবেন্দু।

তিনি বলেন, পশ্চিম আসনে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা খোদ মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকই ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু, এখন তিনি ঘন ঘন বয়ান পাল্টাচ্ছেন। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই, তিনি ক্রমাগত বয়ান পাল্টাচ্ছেন। সাথে নবেন্দু যোগ করেন, মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের জন্যই বিরোধীরা বিজেপির বিরুদ্ধে নানা ফন্দি এঁটে চলেছেন।

নবেন্দু দাবি জানান, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ এবং এটিটিএফ বৈরী দলের সুপ্রিমো রঞ্জিৎ দেববর্মার বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে ভোট অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

## বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

মামলাটি তদন্তের জন্য গ্রহণ করেছে সিবিআই। ডা. সিনহার কথায়, বামফ্রন্ট সরকার ভেজাল ওষুধ সরবরাহ নিয়ে যে কেলেঙ্কারি করেছে এখন তা প্রমাণিত হবে। সিবিআই তদন্তে খোদ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জড়াবেন বলে তিনি দাবি করেছেন।

## গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। সে দীর্ঘদিন ধরেই নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ এই চক্রে আর কারা জড়িত রয়েছে যে সম্পর্কে তথা উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহরে নেশাসামগ্রীসহ এক যুবককে আটক করার সংবাদে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

## প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

অমর পালের মৃত্যুতে তাঁর বহু শিষ্য ও গুণমুগ্ধদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অমর পালের বহু শিষ্য দেশ বিদেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছেন। পার্বতী ত্রিপুরাতেও বহু শিষ্য ও গুণমুগ্ধ রয়েছেন। সুবিমল ভট্টাচার্য্য, শিবদাশ ধর, অমর ঘোষ, সুদীপ্ত শেখর মিশ্র, প্রাণেশ সোম। অমর পাল বহুবার ত্রিপুরায় এসেছন। শেষবার তিনি এসেছিলেন শচিন দেববর্মনের জন্মশতবার্ষিকীতে। আগরতলায় এক অনুষ্ঠানে তাঁক সুকৃতি সম্মাননাও দেওয়া হয়েছিল।

## হুলিয়া

● প্রথম পাতার পর

সিনহা জানান, তার বাড়ির গেইটে লাগানো পাস্টার লিখা রয়েছে তেইশ এপ্রিল পর্যন্ত তাকে ডলুগাঁও এলাকায় দেখা না যায়। দেখা গেলে দেখে নেওয়া হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে কার্যত বিরোধীদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে। ঘঠনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সিপিআইএম ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিও জানিয়েছে দল।

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা জন সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, মাননীয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক সেহা নং 4(3)-DM/W/JDL/Traffic /14/2798-2803 dated 09-11-2018 মূলে রিক্সা সমেত সকল প্রকার যানবাহনের জন্য সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে ১১টা পর্যন্ত কর্নেল চৌমুহনী থেকে উত্তর গেইট পর্যন্ত রাস্তাকে ও বিকাল ৫ ঘটিকা হইতে ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত উওর গেইট থেকে কর্নেল চৌমুহনী পর্যন্ত রাস্তাকে একমুখী রাস্তা হিসাবে ঘোষনা করেছেন। সুতরাং ট্রাফিক পুলিশ অতি শীঘ্রই এই আদেশ বলবৎ করিবে এবং এইমর্মে সর্ব সাধারণের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করিতেছে।

ICA/D-074/2019-20

বহুজন হিতায়
ট্রাফিক দপ্তর
আগরতলা

## আইএনপিটি

● প্রথম পাতার পর

সতর্কবাণী না দিয়েই কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। তাতে বেশ কয়েকজন অবরোধকারী আহত হয়েছেন।

জগদীশের মতে, ত্রিপুরায় বর্তমানে এক অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাই ক্ষমতাসীন জোট শরিক আইপিএফটি এবং পুলিশ বিরোধী দলের আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করছে। তাঁর দাবি, ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার বুঝতে পেরেছে, মানুষ বর্তমান জোট সরকারের কাজকর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট। কারণ, মাত্র তেরো মাসেই রাজ্যের মানুষের সরকারের কাজকর্মে মোহভঙ্গ হয়েছে। তাই তারা অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে দমনপীড়ন করে, ভয় দেখিয়ে ভোটে জয়ী হতে চাইছে। তাদের অপকর্ম থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য এ ধরনের অরাজকতার সৃষ্টি করছে ক্ষমতাসীন দল, বিদ্রুপ করে বলেন তিনি।

জগদীশের কথায়, জনগণের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ এই সরকার। মানুষের ভোটাধিকারও কেড়ে নিচ্ছে তারা। এই বিষয় নির্বাচন কমিশন অনুভব করতে পেরে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট পিছিয়ে ২৩ এপ্রিল নিয়ে গেছে নির্বাচন কমিশন, যাতে সাধারণ ভোটাররা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। তাঁর আরও অভিযোগ, রাজ্যের আইন দফতরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলছেন, বিরোধী দল রাজ্যে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে। জগদীশ দেববর্মার বক্তব্য, রতনলাল নাথ সরকারে রয়েছেন, তাঁদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা। তারা নিজেরাই তদন্ত করে দেখুন কারা দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে। যাঁরা দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করুক সরকার। বিজেপি এবং আইপিএফটি-র সদস্যরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত। উদাহরণ হিসেবে শুক্রবার খোয়াই জেলার তৈদু এলাকায় বিজেপি বিধায়কের উপর আইপিএফটি কর্মীদের আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলেন জগদীশ। এদিন তিনি সুর চড়িয়ে বলেন রাজ্যের মানুষকে দুর্বিসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে আন্দোলন জারি রাখবে আইএনপিটি।

## জিম্মায়

● প্রথম পাতার পর

পূর্বপুরুষদের অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে মায়ান্মারের রাখাইন জেলায় নিয়ে গিয়ে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়। পরে মায়ান্মার সরকারের সাথে নানা কারমে তাদের একাংশের বিবাদ বাঁধে। এক সময় দাঙ্গাও হয়। এর জন্য দায়ী কিছু রোহিঙ্গা ও মায়ান্মার সরকার। সংগঠিত দাঙ্গায় হিংসার বলি হতে হচ্ছে সহজ সরল রোহিঙ্গাদের।

যুবতীরা নাকি আরও জানিয়েছে, বছর কয়েক আগে তারা নানাভাবে ভারতের জম্মু যায়। সেখানে থেকে দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ-পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে কক্সবাজারের বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে বসবাস করছিল। কিন্তু সেখানে জীবিকার কোনও সুবিধা না পেয়ে তারা বাধ্য হয়ে ফের ভারতে পাড়ি দেয়।

পুলিশ সূত্রটি জানিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের দালাল তথা পাচারকারী রোহিঙ্গা যুবতীদের কর্মসংস্থান দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে শিলচর, শিলিগুড়ি, কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন নিষিদ্ধপল্লিতে বিক্রি করে। সব সময় তারা অবশ্য সফল হয় না। কখনও কখনও ধরা পড়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা অসম, ত্রিপুরা, কলকাতা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরার সোনামুড়া দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ত্রিপুরার সোনামুড়া এলাকায় বাংলাদেশ লাগোয়া একটি দিঘির উন্মুক্ত সীমান্ত গত কয়েক দশক ধরে চোরাকারবারী-সহ মানব পাচারকারীদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্বীকারোক্তিতে এ-সব তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

## হেলস

সাতের পাতার পর।। ইংলিশ এই ওপেনারের ব্যাপারে এক বিবৃতিতে নটিংহ্যামশায়ার কর্তৃপক্ষ জানায়, 'ব্যক্তিগত কারণে অ্যালেক্স হেলস নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে এবং সে কবে ফিরবে সেটা এখনই নিশ্চিত নয়।'

তবে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এখনও আশা হারাচ্ছে না হেলসকে নিয়ে। তাদের বিশ্বাস কিছুদিনের মধ্যেই সমস্যা কাটিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

## উদ্ধার

তিনের পাতার পর।। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা তাদের ডিঙিনৌকা নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের বুকে নামেন। এক সময় ঘটনাস্থল বাঁশবাড়িঘাট থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে জেলেদের জালে পড়ে গৌতম বরা এবং অভিজিৎ শইকিয়ার মৃতদেহ। ইতিমধ্যে পুলিশ দুই মৃতদেহ তাঁদের জিম্মায় নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য বিশ্বনাথের সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত নিহত অভিজিৎ শইকিয়ার মাসতুতো ভাই ছিলেন গৌতম বরা। মাসির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন গৌতম। এ ঘটনায় গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়ির পাশাপাশি বাঁশবাড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## কুমার

তিনের পাতার পর।। আগামী ২৩ এপ্রিল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ দেশের ১৫টি রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে। তৃতীয় দফায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ১৫টি রাজ্যের মোট ১১৬টি আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ তার মধ্যে রয়েছে কেরলের ২০টি সংসদীয় আসন। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২৩ মে।

## নুসরতের

তিনের পাতার পর।। উল্লেখ্য, ধুবড়িতে এআইইউডিএফ প্রার্থী দলের প্রধান তথা স্থানীয় সাংসদ মৌলানা বদরউদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে ময়দানে রয়েছেন বিজেপি-শরিক অসম গণ পরিষদের যুবনেতা জাভেদ ইসলাম এবং কংগ্রেসের আবু তাহের বেপারি।

## আগরওয়াল্লা

তিনের পাতার পর।। আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল বেদ প্রকাশের। কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আর হল নাঊ প্রসঙ্গত, বিজু পট্টনায়েকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বেদ প্রকাশ আগরওয়াল্লা ১৯৯০ সালে বিজেপিতেও যোগ দিয়েছিলেন।

## শান্তনু ঠাকুর

পাঁচের পাতার পর।। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের স্বরূপনগর ব্লকে হুডখোলা গাড়িতে চেপে ভোটের প্রচারে আসেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। বিজেপির স্বরূপনগর ব্লকের মন্ডল কমিটি ও সর্বভারতীয় ভক্ত মতুয়া মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল প্রচার কর্মসূচির। স্বরূপনগরের একেবারে শেষ প্রান্তে তরণীপুর ঘাট থেকে হুডখোলা গাড়িতে চেপে প্রচার শুরু করেন তিনি। একেবারে সীমান্ত রোড ধরে বিথারী হাকিমপুর, বালতি সীমান্ত হয়ে কৈজুরী এসে শেষ হয় মিছিল। মিছিলে বিজেপি কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ভক্ত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সম্পাদক মহিতোষ বৈদ্য। নির্বাচনে মতুয়া ভোট পাওয়ার নিয়ে আশাবাদী শান্তনু ঠাকুর বলেন, ঙ্র' সমস্ত মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট বিজেপির বাক্সে আসবে এবার। কারণ উদ্বাস্তুদের জন্য বিল নিয়ে এসেছেন বিজেপি সরকার। কিন্তু সেই বিলে সমর্থন না জানিয়ে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তৃণমূল। সে কারণেই মতুয়াদের একটি ভোটও পাবে না তৃণমূল কংগ্রেস'।

## ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে ক্রিকেটারের জীবনাবসান

**এডিনবার্গ, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই থেমে গেল এক ক্রিকেটার জীবন। ব্রেন টিউমারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের অবশেষে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা গেলেন স্কটল্যান্ডের অল-রাউন্ডার কন দে লাঙ্গে। শুক্রবার তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে ক্রিকেট মহলে।

পারিবারিক সূত্রে খবর, ২০১৮-য় ব্রেন টিউমার ধরা পড়ার পর, ক্রিকেট স্কটল্যান্ড তাঁর চিকিতসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয় লাঙ্গের জন্য। শুক্রবার তাঁর সেই লড়াই থেমে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বংশোদ্ভূত কন দে লাঙ্গে ২০১৫ থেকে ২০১৭-র মধ্যে স্কটল্যান্ডের হয়ে ১৩টি একদিনের ম্যাচ ও ৮টি টি-২০ খেলেছেন। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গিয়েছেন।

## ভালোবেসে ঘর বাঁধলেন দুই দেশের দুই নারী ক্রিকেটার

**লন্ডন, ২০ এপ্রিল।।** দু'জনের বাড়ি দুই দেশে। একজনের অস্ট্রেলিয়া, আরেকজনের নিউজিল্যান্ডে। দু'জনেই নারী ক্রিকেটার। মাঠে পরিচয়, সেখান থেকেই ভালোবাসার শুরু। এরপর পরিণয় তথা বিয়ে। শুরুতে সমলিঙ্গের বিয়ে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তবে সেসব থোড়াই কেয়ার করে বিয়েটা সেরেই ফেললেন নিকোলা হ্যানকিক ও হেইলি জনসন।

অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশের দল মেলবোর্ন স্টার্স ও নিউজিল্যান্ডের জাতীয় নারী দলের সদস্য জেনসেন। নারীদের বিগ ব্যাশে বেশ জনপ্রিয় তিনি। জাতীয় দলের হয়ে তিনি ৮টি ওয়ানডে ও ২০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন।

প্রথম দুই আসরে হ্যানকিকের সঙ্গেই মেলবোর্ন স্টার্সে খেলতেন জেনসেন। কিন্তু তৃতীয় আসরে দল পাল্টে মেলবোর্ন রেনেগেডসে পাড়ি জমান তিনি। কিন্তু হ্যানকিক আগের দলেই থেকে যান।

২০১৩ সালে নিউজিল্যান্ডে সমলিঙ্গের বিয়ে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটের দুই নারী ক্রিকেটার অ্যামি সাটারওয়েট ও লি তাহুহু বিয়ে করেন।

গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার দুই নারী ক্রিকেটার, দলের অধিনায়ক ড্যান ফন নিয়েকার্ক তার সতীর্থ মারিজানে ক্যাপকে বিয়ে করেন।

# অধিনায়ক স্মিথের ব্যাটে জয় পেলো রাজস্থান

**লন্ডন, ২০ এপ্রিল।।** ম্যাচ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই স্টিভেন স্মিথের কাঁধে ওঠে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়কের দায়িত্ব। আর সেই স্মিথের ব্যাটেই মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে পাঁচ উইকেটে জয়ও পেলো দলটি।

১৬২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে রাজস্থানের দুই ওপেনার আজিঙ্কা রাহানে ও সঞ্জু স্যামসম দলকে শুরুটা ভালোই দেন। তবে ১২ রানে রাহানে ও ৩৫ রানে সঞ্জু ফিরে গেলে অধিনায়ক স্মিথ দলের হাল ধরেন। নিজের দায়িত্ব দলের জয় নিশ্চিত করে অপরাজিত থেকেই শেষ করেন।

রাজস্থানের হয়ে দলীয় সর্বোচ্চ ৫৯ রান আসে স্মিথের ব্যাট থেকে। তার সঙ্গে ৪৩ রান করে যোগ্য সঙ্গ দেন রিয়ান পরাগ। স্মিথের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সাত রানে অপরাজিত থাকেন অ্যাশটন টারনার।

মুম্বাইয়ের হয়ে একাই তিন উইকেট নেন রাহুল চাহার আর একটি নেন জসপ্রিত বুমরাহ। এছাড়া একটি রান আউট হয়।

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু তেমন ভালো করতে পারেনি মুম্বাই। মাত্র পাঁচ রান করেই ফিরে যান ওপেনার রোহিত শর্মা। তবে অপর ওপেনার কুইন্টন ডি কক (৬৫) ও সূর্যকুমার যাদব (৩৪) মিলে দলকে সম্মানজনক স্কোরের দিকে নিয়ে যান। এছাড়া হার্দিক পান্ডিয়া ২৩ রান, বেন কাটিং ১৩ রান করেন।

রাজস্থানের হয়ে দুই উইকেট নেন তরুন শ্রেয়াস গোপাল। একটি করে উইকেট নেন স্টুয়ার্ট বিনি। উনাদকর ও আরচার।

# বিশ্বকাপের আগেই মালিঙ্গার অবসর

**কলম্বো, ২০ এপ্রিল।।** আর মাত্র ৪০ দিন পর বসবে ক্রিকেটের জমজমাট আসর বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে দল ঘোষণা শুরু করেছে বোর্ডগুলো। গেলো ১৮ এপ্রিল ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। দলে আছেন লাসিথ মালিঙ্গার মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারও। যদিও তাকে অধিনায়ক রাখা হয়নি। সে দায়িত্ব উঠেছে দিমুথ করুণারত্নের কাঁধে।

দলে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও অধিনায়কত্বটা না দেওয়ায় মালিঙ্গা যেন বেশ মনোক্ষুণ হয়েছেন। সেজন্য বিশ্বকাপের আগেই ইঙ্গিত দিয়ে বসলেন অবসরের। এতে আলোচনার জোয়ার বইছে লঙ্কান ক্রিকেটাঙ্গনে।

একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লঙ্কান ক্রিকেটের এক গ্রুপে মালিঙ্গা সিংহলিজ ও ইংরেজি ভাষায় লেখেন, 'আমাদের হয়তো মাঠে আর দেখা হবে না। আমাকে যারা সমর্থন করেছেন, ঈশ্বর তাদের সবার মঙ্গল করুন। আশীর্বাদ!'

মালিঙ্গার এমন ইঙ্গিত শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাঙ্গনে আলোচনার ঝড় তুলেছে। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের এক কমর্ককর্তা বলেন, 'মালিঙ্গার মনে রাখা উচিত দেশের হয়ে খেলার চেয়ে বড় বিষয় আর হতে পারে না। তাছাড়া মালিঙ্গা অধিনায়ক হিসেবেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। ১৪টি ম্যাচের মধ্যে ১৩টিতেই হেরেছেন। এটা তারই ভেবে দেখা উচিৎ'

ক্ষুব্ধ এই কর্মকর্তা আরও জানিয়ে দিয়েছেন, মালিঙ্গা চাইলে অবসর নিতে পারেন। বিশ্বকাপের জন্য তাদের ক্রিকেটার তৈরি আছে।

তবে ওই কর্মকর্তা যাই বলুন, বিশ্বকাপের আগে মালিঙ্গা অবসরে চলে গেলে বিষয়টি তাদের ইংল্যান্ড মিশনেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

# ফিওরেন্তিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস

**লন্ডন, ২০ এপ্রিল।।** চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে পড়ার হতাশা ভুলে লিগ শিরোপা জয়ের উল্লাসে মেতে উঠলো ইউভেন্তুস। ফিওরেন্তিনাকে হারিয়ে টানা অষ্টমবারের মতো সেরি আর মুকুট পরলো প্রতিযোগিতার সফলতম দলটি।

ঘরের মাঠে শনিবার স্থানীয় সময়ে বিকালে ২-১ গোলে জিতে পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপা উল্লাসে মেতে ওঠে ইউভেন্তুস। ডিসেম্বরে লিগের প্রথম পর্বে দলটির মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল তুরিনের ক্লাবটি।

গত মঙ্গলবার এই মাঠে আয়াক্সের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে যায় ইউভেন্তুস। চার দিন পর সেখানেই প্রিয় সমর্থকদের উৎসবের উপলক্ষ্য এনে দিলো মাস্সিমিলিয়ানো আল্লেগ্রির শিষ্যরা।

শিরোপার হাতছানিতে মাঠে নামা ইউভেন্তুস ম্যাচের শুরুতেই গোল খেয়ে বসে। ষষ্ঠ মিনিটে ডান দিকের বাইলাইন থেকে ফেদেরিকো চিয়েজার নেওয়া নিচু শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক ভয়চেখ স্ট্যাসনি; কিন্তু বিপদমুক্ত করতে পারেননি। আলগা বল ছোট ডি-বক্সের মুখে পেয়ে জোরালো শটে জালে জড়ান সার্ব ডিফেন্ডার নিকোলা মিলেঙ্কোভিচ।

৩৪তম মিনিটে আবারও গোল খেতে বসেছিল স্বাগতিকরা। তবে ইতালিয়ান ফরোয়ার্ড চিয়েজার জোরালো শট ভাগ্যের ফেরে পোস্টে বাধা পায়। ৪৩তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে তার নেওয়া বুলেট গতির শট ক্রসবারে লাগলে আবারও বেঁচে যায় শিরোপাধারীরা।

অতিথিদের এই দুই হতাশার মাঝে সমতায় ফেরে শুরু থেকে নিজেদের মেলে ধরতে ব্যর্থ হওয়া ইউভেন্তুস। ৩৭তম মিনিটে মিরালেম পিয়ানিচের কর্নারে দুরূহ কোণ থেকে নিচু হয়ে দারুণ হেডে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার আলেক্স সান্দ্রো।

দ্বিতীয়ার্ধের অষ্টম মিনিটে সৌভাগ্যসূচক গোলে এগিয়ে যায় ইউভেন্তুস। ডান দিক দিয়ে গতিতে একজনকে ফাঁকি দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে বাইলাইন থেকে গোলমুখে শট নেন রোনালদো। বল আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার হের্মান পেস্সেইয়ার পায়ে লেগে গোলরক্ষকের দুপায়ের ফাঁক গলে ভিতরে ঢোকে।

এগিয়ে যাওয়ার পর প্রতিপক্ষের উপর প্রবল চাপ তৈরি করে ইউভেন্তুস। ৬৪তম মিনিটে রোনালদোর শট প্রতিপক্ষের পায়ে প্রতিহত হওয়ার পর ফিরতি বলে পিয়ানিচের জোরালো শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান গোলরক্ষক। শেষ দিকে ফরাসি মিডফিল্ডার ভাইয়ান দাবোর শট ঠেকিয়ে জয় নিশ্চিত করেন গোলরক্ষক স্ট্যাসনি।

ইতালির শীর্ষ লিগে এই নিয়ে মোট ৩৫টি শিরোপা জিতলো ইউভেন্তুস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ বার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এসি মিলান ও ইন্টার মিলান।

৩৩ ম্যাচে ২৮ জয় ও তিন ড্রয়ে চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট ৮৭। ২০ পয়েন্ট কম নিয়ে দুই নম্বরে আছে এক ম্যাচ কম খেলা নাপোলি।

# টটেনহ্যামকে হারিয়ে শীর্ষে সিটি

**লন্ডন, ২০ এপ্রিল।।** তিন দিন আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে জিতেও হতাশায় মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটিকে। তবে এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। মাওরিসিও পচেত্তিনোর দলকে আবারও হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে ফিরেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শনিবার স্থানীয় সময় দুপুরে লিগ ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে স্বাগতিকরা। গত অক্টোবরে টটেনহ্যামের মাঠেও একই ব্যবধানে জিতেছিল সিটি।

সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালেও মুখোমুখি হয় দল দুটি। টটেনহ্যামের মাঠে ১-০ গোলে হারের পর ফিরতি পর্বে ঘরের মাঠে ৪-৩ গোলে জিতে পেপ গুয়ার্দিওলার শিষ্যরা। কিন্তু দুই লেগ মিলে স্কোরলাইন ৪-৪ হওয়ায় অ্যাওয়ে গোলে এগিয়ে শেষ চারে ওঠে পচেত্তিনোর দল।

লিগে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে ফেরার লক্ষ্যে মাঠে নামা সিটির শুরুটা হয় দুর্দান্ত। পঞ্চম মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। বের্নার্দো সিলভার দূরের পোস্টে নেওয়া ক্রসে হেডে আরেক পোস্টে বল বাড়ান সের্হিও আগুয়েরো। পাল্টা হেডে লিগে নিজের প্রথম গোলটি করেন তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার ফিল ফোডেন।

৩৮তম মিনিটে বড় এক ধাক্কা খায় সিটি। গত বুধবার টটেনহ্যামের বিপক্ষে দলের চার গোলের তিনটিতেই অবদান রাখা মিডফিল্ডার কেভিন ডি ব্রুইনে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন।

বিরতির পরও অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে খেলতে থাকে সিটি। কিন্তু নিশ্চিত কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না তারা। মাঝে মধ্যে পাল্টা আক্রমণে টটেনহ্যাম প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভীতি ছড়ালেও সমতাসূচক গোলের দেখা পায়নি দলটি।

৩৪ ম্যাচে ২৮ জয় ও দুই ড্রয়ে শীর্ষে ফেরা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৮৬। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে লিভারপুল।তৃতীয় স্থানে থাকা টটেনহ্যামের পয়েন্ট ৬৭। এক ম্যাচ কম খেলা আর্সেনাল ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে চার নম্বরে।

৩৪ ম্যাচে চেলসির পয়েন্টও ৬৬; তবে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে তারা। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে ছয় নম্বরে আছে এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

# বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়ে অনির্দিষ্টকালের বিশ্রামে হেলস

**লন্ডন, ২০ এপ্রিল।।** মাত্রই তিনদিন আগে ২০১৯ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। ১৫ সদস্যের এই দলে জায়গা পেয়েছেন তারকা ক্রিকেটার অ্যালেক্স হেলসও। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিশ্বকাপের মাত্র ৪০ দিন আগে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন।

ইংলিশ সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, বেশ কিছুদিন থেকেই ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা চলছে হেলসের। চলতি বছরের শুরুতে ব্রিস্টলে পানশালায় হাতাহাতির ঘটনায় ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ সহ ১৭ হাজার ৫০০ পাউন্ড জরিমানা গুনতে হয়। বান্ধবীর সাথে প্রতারণার অভিযোগও মাথায় নিতে হয় তাকে। এসব কারণে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েন হেলস।

শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে ৫০ ওভারের ম্যাচেও অংশ নেননি হেলস। -ছয়ের পাতায় দেখুন

# সরফরাজদের জন্য অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুললেন ইমরান খান

**ইসলামাবাদ, ২০ এপ্রিল।।** দোয়ারে কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের সদস্যদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান।

পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসের একমাত্র ওয়ানডে বিশ্বকাপটি এসেছিল ইমরান খানের নেতৃত্বে। ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ওই বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২২ রানে হারিয়ে দিয়েছিল ইমরান খানের দল।

অথচ সেবার তাদের ফেবারিট হিসেবে ভাবেনি কেউই। কিন্তু অসাধারণ নেতৃত্বগুণের ঝলক দেখিয়ে তুলনামূলক দুর্বল দল নিয়েই বিশ্বসেরার মুকুট নিয়ে বীরের বেশে দেশে ফিরে যায় পাকিস্তান দল। পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ জিতিয়েই অবসরে চলে যান ইমরান।

ক্রিকেট থেকে অবসরের পর থেকে রাজনীতিতে হাত পাকিয়ে আজ ইমরান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তবে ক্রিকেট থেকে একেবারে সরে যাননি তিনি। প্রায়ই ক্রিকেটের বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেন। এখন তো নিজ দেশের ক্রিকেটে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণেও ভূমিকা রাখেন।

শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইমরান। মূল স্কোয়াডের বাইরে থাকা দুজন তথা মোহাম্মদ আমির ও আসিফ আলীসহ সেসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচক ইমজামাম উল হকসহ নির্বাচক কমিটির সদস্য, কোচ মিকি আর্থার ও টিম ম্যানেজমেন্টের বাকি সদস্যরা। সরফরাজদের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের বিশ্বকাপ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে বসেন ইমরান। এছাড়া তরুণ ক্রিকেটারদের তিনি বিভিন্ন দিকনির্দেশনাও দেন।

চলতি মাসের ২৩ এপ্রিল ৫ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও ১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে ইংল্যান্ডে যাবে পাকিস্তান। সিরিজ শুরু হবে ৫ মে থেকে। এরপর বিশ্বকাপের আগে খেলবে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ। ৩১ মে নটিংহ্যামের ট্রেন্টব্রিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হবে।

# ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে যে কোনও পর্যায় পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত মমতা, তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী

**বুনিয়াদপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** দেশের আভ্যন্তরীণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্য দেশের কোনও ব্যক্তিকে শামিল করা কোনও ভাবেই সংগত নয়। এমনই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষক-সহ বিশিষ্টজনদের। অথচ উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জে বাংলাদেশের অভিনেতা ফিরদৌস ও দমদমে গাজি আব্দুন নুরকে দিয়ে নির্বাচনী প্রচার করিয়েছে তৃণমূল। ফিরেদৌস ও নুরকে অবশ্য ইতিমধ্যেই ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শনিবার সকালে বুনিয়াদপুরের জনসভা থেকে বাংলাদেশি অভিনেতাদের দিয়ে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার করানো নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'বিশ্বের যে কোনও দেশের নাগরিক ভারতে এসে নির্বাচনী করেছে, ভারতে কি এমন কখনও হয়েছে? নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে, তুষ্টিকরণের জন্য, দিদি যে কোনও পর্যায় পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত রয়েছেন।'

গত বৃহস্পতিবার, লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন পুরুলিয়ার আরশা থানার অন্তর্গত সিরকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সেনাবানা গ্রামে বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বিজেপির দাবি, খুন করার পর গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিশুপাল সহিস নামে ওই বিজেপি কর্মীর দেহ। এ প্রসঙ্গে শনিবার বুনিয়াদপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'পুরুলিয়ায় খুন করা হল একজন বিজেপি কর্মীকে। আমি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সমস্ত কর্মীদের এবং এই রাজ্যের সমস্ত জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই আপনারা অবশ্যই বিচার পাবেন। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে এদিন বুনিয়াদপুরে জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী। বুনিয়াদপুর ছাড়াও এদিনই বিহারের আরারিয়া, উত্তর প্রদেশের এটাহ এবং বরেলিতে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

# বিজেপির নির্বাচনী প্রচারাভিযান তুঙ্গে টানা প্রচারে বিপ্লব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ এপ্রিল।।** পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচনে জোরদার প্রচারাভিযান চালিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। রোড শো থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি প্রচার, উঠোন সভা, প্রকাশ্য জনসভা ইত্যাদির মাধ্যমে জোরদার প্রচার করছে বিজেপি। পূর্ব ত্রিপুরার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব প্রতিদিন চার থেকে ছয়টি জনসভা করছেন।

জানা গেছে, শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট প্রচারের উদ্দেশে অমরপুর গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, সেখানে গিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি জনসভা করেছেন। আজকের এই নির্বাচনী প্রচারসভাগুলিতে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আসন্ন ২৩ তারিখের নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে দলীয় প্রার্থী রেবতী ত্রিপুরাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রে পুনরায় নরেন্দ্র মোদীর সরকার গঠন করতে হবে। তাই বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা করে ভাষণ দিন তিনি। আজকের এই সব নির্বাচনী প্রচারসভায় জনতার উপস্থিতির হার ছিল লক্ষণীয়।

এছাড়া শুক্রবার রাতে শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল বিজেপি-র উদ্যোগে দেবদারু বাজারে এক নির্বাচনী প্রচারসভার আয়োজন করা হয়। ওই প্রচারসভা শুরুর আগে এক মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। বিজেপি কর্তৃক আয়োজিত শুক্রবার রাতের নির্বাচনী প্রচারসভার মূল লক্ষ্য আগামী ২৩ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রেবতীকুমার ত্রিপুরাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা। ওই প্রচারসভার প্রধান বক্তা ছিলেন জোলাইবাড়ি ব্লকের এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য। প্রধান বক্তার পাশাপাশি ছিলেন ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল সভাপতি তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পুলক ভৌমিক, মণীন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শনিবার সাব্রুমে নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

# রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্ব ও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্ন বিজেপির

**নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর নাগরিকত্ব ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিজেপি। শনিবার রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জি ভি এল নরসিমহা রাও বলেন, ইংল্যান্ডের একটি কোম্পানির নথিতে রাহুল গান্ধীকে ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার নাগরিকত্বের মর্যাদা হারালে আর ভোটে লড়াই করা যায় না। রাহুল গান্ধী কি তবে ব্রিটিশ নাগরিক বলে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে শুধু বিজেপি নয়, নির্বাচন কমিশনও উদ্বিগ্ন বলে দাবি করেছেন জি ভি এল নরসিমহা রাও। রাহুল গান্ধীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জি ভি এল নরসিমহা রাও বলেন, রাহুল গান্ধীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কত সালে তিনি পাশ করেছেন তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। এর উত্তর রাহুল গান্ধীকে দিতে হবে। জি ভি এল নরসিমহা রাও আরও দাবি করেন হলফ নামায় রাহুল গান্ধী শিক্ষাগত যোগ্যতার যে দাবি করেছে তা অসঙ্গতিতে ভরা। একটি শংসা পত্র লেখা রয়েছে রাহুল ভিনসি। তবে কি রাহুল গান্ধী আর রাহুল ভিনসি একই ব্যক্তি।

# চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে পালিত হল গড়িয়া পূজা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ এপ্রিল।।** উপজাতিদের প্রধান উৎসব গড়িয়া পূজা। গাড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। গ্রামপাহাড়ের পাশাপাশি রাজধানী আগরতলা শহরেও গড়িয়া পূজা ও উৎসবের যথেষ্ট ঐতিহ্য রয়েছে। উজান অভয় নগরের নেতাজী ক্লাব সহ অন্যান্য ক্লাব সার্বজনীন গাড়িয়া পূজা ও উৎসবের আয়োজন করেছে।

গড়িয়া পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে উপজাতিদের বাড়িঘর। প্রত্যেকেই সাধ্যমতো বাবা গড়িয়ার পূজা করে থাকনে। বাবা গড়িয়া সন্তোষ্ট হলে সংসারে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বজায় থাকে। গড়িয়া উৎসব উপজাতিদের প্রধান উৎসব হলেও এ রাজ্যের অউপজাতি অংশের মানুষজনও গড়িয়া পূজা ও উৎসবে আনন্দ উল্লাসে সমান ভাগীদার হন। গড়িয়া উৎসব প্রকৃতপক্ষে জাতি উপজাতির সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়েছে। উপজাতিদের প্রধান উৎসব গড়িয়া পূজা উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকার ছুটিও ঘোষনা করেছে। রাজধানী আগরতলা শহরে এলাকার উজান অভয় নগরের নেতাজী ক্লাবের কর্মচারীরা জানান, গড়িয়া উৎসব সফল করতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই পূজা ও উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা বার্তা দিতে চান সবাই এক অভিন্ন একপ্রাণ। এর মধ্য দিয়ে জাতি উপজাতি ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে বলে উদ্যোক্তারা আশা ব্যক্ত করেন। শুধু রাজধানী আগরতলা শহরেই নয়, রাজ্যের সর্বত্রই গড়িয়া পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে উপজাতি অংশের জনগনের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

# দেশে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি একেবারে অচল, দাবি জেটলির

**নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি একেবারে অচল। শনিবার নিজের লেখা ব্লগে এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি।

নাম না করে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ও সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে কটাক্ষ করে নিজের ব্লগে অরুণ জেটলি লেখেন, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারতন্ত্রকে মেনে নিতে অসুবিধা হবে বর্তমান প্রজন্মের। পরিবারতন্ত্রের বর্তমান প্রজন্ম কংগ্রেসের কাছে আর সম্পদ নয় দায় হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের বর্তমান প্রজন্ম যদি ৪৪ বা ৬০টি আসন দেয়। তা কংগ্রেসকর্মীদের কাছে অমর্যাদার বিষয়। পরিতান্ত্রিক দলগুলিতে কর্মীদের রাজনৈতিক দাসত্বে পরিণত হতে হয়।

রাহুল গান্ধীকে ঠেস দিয়ে অরুণ জেটলি নিজের ব্লগে লিখেছেন, এই সকল কংগ্রেসকর্মীরা এখন বিজেপির মতো দলগুলির দিকে তাকিয়ে যেখানে পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে প্রতিভার নিরিখে সকলকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিজেপির দুইজন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং নরেন্দ্র মোদী। যারা নিজেদের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন।

# কালীগঞ্জে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার সভাকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা

**কৃষ্ণনগর, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** নদিয়ার কালীগঞ্জে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার সভাকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আর সেই বিশৃঙ্খলা এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে শেষমেশ বক্তব্য থামাতে বাধ্য হন তৃণমূল নেত্রী। বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে মমতার বক্তব্য। প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর ফের বক্তব্য শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার সভা শুরু থেকে বিশৃঙ্খলা হতে শুরু করে মমতার সভাস্থলে। বারবার মঞ্চ থেকেই সাধারণ মানুষকে শান্ত হয়ে বসে থাকার অনুরোধ করেন। এমনকি সোনা-বাছা বলেও সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সবাই সবার মতো সভায় চিৎকার করতে থাকে। অবস্থা এতটাই খারাপ হয় যে একসময়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন তিনি। মঞ্চ থেকেই বলতে থাকেন, আমি গত ২০ দিন ধরে চিৎকার করছি। কার্যত অবস্থা বেগতিক দেখে যারা বেরিয়ে যেতে চান তাঁদের বেরিয়ে যাওয়ারও কথা বলেন নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ভিড় নতুন কিছু নয়। তবু কালীগঞ্জের প্রচারে গিয়ে রীতিমত হিমসিম খেতে হল খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

কিন্তু তাতেও সভাস্থলে থাকা কয়েকশ মানুষকে চুপ করানো সম্ভব হয় না। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তব্য থামিয়ে দেন মমতা। মঞ্চে থাকা সমস্ত নেতাদের পরিস্থিতি সামালের নির্দেশ দেন। সেই মত সবাই মানুষকে শান্ত করার কাজে নেমে পড়েন। এরপর প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর ফের বক্তব্য শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগে মৌসম নুরের সভাতেও একই অবস্থা হয়েছিল। এতটাই ভিড় ছিল সেখানে যে মমতা বক্তব্য রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায় সেখানে। যা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তৃণমূল নেত্রী। সেবারও একই ভাবে মঞ্চে বক্তব্য থামিয়ে দেন নেত্রী। এবারও সেই ঘটনার অন্যথা ঘটল না।

# ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ ক্ষুব্ধ ভোটাররা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ এপ্রিল।।** খোয়াই ২৫ বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১ নং বুথের বিএলও ক্ষীরমোহন দেবনাথ তার মর্জি মাফিক সোনাতলা ৫১ নং বুথে ১০ পরিবারের তের জন ভোটারের নাম বাদ পড়ে ২০১৯ সালের ভোটার তালিকা থেকে। কোন নোটিশ না দিয়ে নাম বাদ পড়ে তালিকা থেকে। ভোটারদের দাবি ২০১৮ সালে বিধানসভায়ও ভোট দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিনের বাসিন্দা সোনাতলা গ্রামের। বছর ঘুরতে না ঘুরতে তালিকা থেকে কি করে নাম বাদ -ছয়ের পাতায় দেখুন

# পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় দফার নির্বাচনে ব্রাত্য রাজ্য পুলিশ

**কলকাতা, ২০ এপ্রিল(হি.স.)।।** তৃতীয় দফার ভোটে থাকবে না কোনও লাঠিধারী পুলিশ। ৯০ শতাংশের বেশি বুথে থাকবে শুধুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা। সঙ্গে থাকবে কিছু সশস্ত্র পুলিশ। অর্থাৎ ভোটের দিন বুথে রাজ্য পুলিশকে প্রায় ব্রাত্য করে হবে তৃতীয় দফার নির্বাচন। শনিবার এমনটাই জানা গেছে কমিশন সুত্রে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটে সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকায় অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিলউ তাই তৃতীয় দফার ভোটে অন্য রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন বিশেষ পর্যবেক্ষকরা। সেই মতই এবার আরও ৫০ কোম্পানি বাহিনী মঞ্জুর করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ২৭৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়িয়ে ৩২৪ কোম্পানি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এবিষয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েকের সুপারিশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে নির্বাচন কমিশন। রাজনাথ সিং এই বিষয়ে বলেছেন, যত বাহিনী লাগবে দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গে। তৃতীয় দফার ভোট আগামী মঙ্গলবারউ তার আগে আজ, শনিবার ফোর্স পাঠানোর পরিকল্পনা চলে যাচ্ছে জেলায় জেলায়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, বুথে লাঠিধারী পুলিশ আর থাকবে না।

এতদিন পর্যন্ত এক বুথ বিশিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রে হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে থাকত দু"জন লাঠিধারী পুলিশ। দুই বুথ বিশিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রে থাকত হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে চারজন লাঠিধারী পুলিশ। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গেও লাঠিধারী পুলিশ থাকত। প্রথম দুই দফায় এই এই পুরনো ছবিই দেখা গেছে। কিন্তু, এবার বদলে যাচ্ছে অবস্থাটা। কারণ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ থাকবে না। যদি একশো শতাংশ বুথে -ছয়ের পাতায় দেখুন

# বাংলাদেশে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার লাগাম টানা যাচ্ছে না, গবেষণা প্রতিবেদন

**ঢাকা, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনে নজিরবিহীন রেকর্ড গড়তে চলেছে। একের পর এক ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও কোনোভাবেই যেন এর লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। রেহাই পাচ্ছে না কোমলমতি শিশুরাও। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই নারী ও শিশুর জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠছে। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার দাবি, বিচারহীনতার কারণে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়েছে।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের গত সাড়ে তিন মাসে ৩৯৬ জন নারী-শিশু হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। খোদ পুলিশ সদর দফতরের পরিসংখ্যান বলছে, সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা হয়েছে ১ হাজার ১৩৯টি এবং হত্যা মামলা হয়েছে ৩৫১টি। বেসরকারি -ছয়ের পাতায় দেখুন

# আইএসআইএস মডিউল মামলা : তেলেঙ্গানায় তল্লাশি এনআইএ-এর

**হায়দরাবাদ, ২০ এপ্রিল (হি.স.)।।** ইসলামিক স্টেট মডিউলের সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে শনিবার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) হায়দরাবাদের তিনটি জায়গায় এবং ওয়ার্ধায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। সকাল থেকে শুরু হওয়া তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে এনআইএ আইএসআইএস ঘনিষ্ঠ দুই অভিযুক্ত মহম্মদ আবদুল্লা বশিথ এবং মহম্মদ আবদুল কাদিরকে গ্রেফতার করে। নিষিদ্ধ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংস্থা আইএসআইএস-এর হয়ে ভারতীয় তরুণদের কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর তদন্তের একটি বড় অংশ হিসাবে হায়দরাবাদ শহর থেকেই ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এ ব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, 'এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট দাখিল করার পরে এবং নতুন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই মডিউল সম্পর্কিত নতুন তদন্ত চালানো হচ্ছে।ড্র' অন্যদিকে, সাইবরাবাদ পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আইএসআইএস মডিউল মামলায় সাইবরাবাদের দুটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।' তবে, এখনই এ বিষয়ে কোনও বিস্তারিত তথ্য জানাতে নারাজ পুলিশ।

# করণদিঘীতে দুর্ঘটনার কবলে টয়ট্রেন ও নাগারদোলা, জখম ১৪

**করনদিঘী, ২০ এপ্রিল (হি. স.)।।** উত্তর দিনাজপুরের করণদীঘিতে ভেঙে পড়ল টয়ট্রেন। একই সাথে তার কিছুক্ষণ পরে ভেঙে পড়ে নাগরদোলাও। দুটি ঘটনায় জখম হয়েছেন ১৪ জন। জখমদের মধ্যে বেশিরভাগ মহিলা ও শিশু। জখমদের উদ্ধার করে করণদিঘী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে।

জানা গেছে যে, প্রতি বছরের মত এবছরও নববর্ষ উপলক্ষে করনদিঘীতে এক মাস ধরে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে করনদিঘীর বাসিন্দারা মেলায় আনন্দ করছিল, তখনই মেলাতে যাত্রী ভর্তি ট্রয়ট্রেনের দুটি কামরা উলটে যায়। এই ঘটনায় কয়েকজন খুব গুরুতরভাবে জখম হন। এই ঘটনার কিছুক্ষন পরেই আর একটি দোলনাও ভেঙে পড়ে যায়। এই ঘটনাতেও বেশ কয়েকজন জখম হন। এই দুটি দুর্ঘটনায় মোট ১৪ জন জখম হন। ঘটনার পরই মেলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে করনদিঘী থানার পুলিশ আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। করদিঘী হাসপাতালে জখমদের চিকিৎসা চলছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।